রাঁচি, শুক্রবার
01:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>316 >>14 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩১৬ >> << ১৪ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের সাথে আলাদা মহড়ার জন্য বিওয়ান বি বোমারু বিমান মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ বুধবার যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের সাথে যৌথ মহড়ার জন্য পৃথকভাবে বি ওয়ান বি বোমারু বিমান মোতায়েন করেছে। মিত্র দেশ তিনটি উত্তর কোরিয়ার হুমকির প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, চলমান উলচি ফ্রিডম শিল্ড অনুশীলনের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বি ওয়ান বি বোমারু বিমান দক্ষিণ কোরিয়ার এফ এ ফিফটি জেট এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর এফ সিক্সটিন ফাইটার জেটের পাশাপাশি উড়েছে। এটি এই বছর আমেরিকান বোমারু বিমানের এরকম দশম উড্ডয়ন। উত্তর কোরিয়া বারবার বার্ষিক সামরিক মহড়াকে যুদ্ধের মহড়া বলে অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছে। মিত্ররা জোর দিয়ে বলেছে, মহড়াগুলো তাদের আত্মরক্ষার অনুশীলনের অংশ। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, পৃথকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর দুটি বি ওয়ান বি বিমান জাপানের ১২টি ফাইটার জেটের সাথে যৌথ মহড়ায় যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে চারটি এফ ফিফটিন জেট রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের চেষ্টা ব্যর্থ হবার কয়েকদিন পরেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন মহড়াটি হয়। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, বুধবার জাপান সাগরে যুক্তরাষ্ট্রজাপানের যৌথ বিমান মহড়া নিশ্চিত করেছে যে, উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রেক্ষিতে দেশ দুটির সামরিক বাহিনী যেকোনো পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত।

বাজার দর

SENSEX : 64831.41 -255.84
NIFTY : 19253.80 -93.66

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.06 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.30 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁসের দায়ে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আটকাদেশ বৃদ্ধি

ইসলামাবাদ (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের একটি বিশেষ আদালত বুধবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রিমান্ডের মেয়াদ ২ সপ্তাহ বাড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময় তার কার্যালয় থেকে একটি গোপন কূটনৈতিক নথি কথিত হারিয়ে যাবার বিষয়ে তদন্তের জন্য এই সময় নেওয়া হয়েছে। এর আগে রাষ্ট্রীয় উপহার সামগ্রী বিক্রি করা এবং এ থেকে প্রাপ্ত অর্থের বিষয়টি গোপন রাখার অভিযোগে ৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ইমরান। ৫ আগস্ট থেকে তিনি আটক জেলে এই কারাদণ্ড ভোগ করছেন। ইসলামাবাদের পশ্চিমে অবস্থিত এই কারাগারেই বুধবারের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। খান ঐসব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করেন এবং ঐ বিচারকে অবৈধ বলেন। সরকার নিরাপত্তা ঝুঁকির অজুহাত দেখিয়ে বুধবারের শুনানি এই শতবর্ষ পুরনো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের কারাগারে সম্পাদন করে। এই কারাগারটি অত্যন্ত কুখ্যাত এবং এতে দণ্ডপ্রাপ্ত জঙ্গিদের পাশাপাশি অন্যান্য কয়েদিও রয়েছে।
মঙ্গলবার একটি ফেডারেল আদালত ইমরান খানের ৩ বছরের কারাদণ্ড স্থগিত করে ও তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এ বিষয়টিকে তার আইনজীবীরা দুর্নীতির মিথ্যে অভিযোগের বিরুদ্ধে আইনি বিজয় হিসেবে অভিহিত করেন। তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, এই ৭০ বছর বয়সী নেতা গোপন কূটনীতিক নথি মামলার কারণে এখনো রিমান্ডে রয়েছেন। যার ফলে ইমরান এখুনি কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। ৫ আগস্ট ইমরান দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ঘোষণা দেয়, তিনি আগামী ৫ বছরের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারিয়েছেন। ইমরান দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে আপিল করেন। যার ফলে মঙ্গলবার তার কারাদণ্ড স্থগিত করা হয়। কূটনীতিক নথি মামলায় ইমরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য পাকিস্তানে সাইফার নামে পরিচিত একটি গোপনীয় তারবার্তা জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। যা দেশটির রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইনের লঙ্ঘন। ইমরানের আইনজীবীরা কারাগারের ভেতরে আদালতের শুনানি আয়োজনের জন্য সরকারের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তারা দাবি করেন, এতে প্রমাণ হয় ইমরানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র চক্রান্ত করেছিল এবং পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখার জন্য উন্মুক্ত আদালতে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে না।

গুরগাঁওয়ে মুসলিম অঞ্চলে 'উচ্ছেদে'র হুমকি

গুরগাঁও ঃ নুহয়ের পর এবার হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। মুসলিম মহল্লায় উচ্ছেদের পোস্টার।
দিল্লি থেকে সামান্য দূরে হরিয়ানার গুরগাঁয়ে ৬৯এ সেক্টরে এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত সপ্তাহান্তে তাদের মহল্লায় অন্তত ১০টি পোস্টার পাওয়া গেছে। যেখানে লেখা প্রাণে বাঁচতে হলে দুই দিনের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।
মুসলিম অধ্যুষিত ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা স্বাভাবিকভাবেই ওই পোস্টার দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। স্থানীয় পুলিশকে খবর দিলে প্রশাসন এসে ওই পোস্টারগুলি খুলে নিয়ে যায়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মামলা দায়ের হয়েছে। কিন্তু কারা একাজ করেছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।
পোস্টার লাগানোর ঘটনা ওই অঞ্চলে এই প্রথম নয়। স্থানীয় নারীদের অসম্মান করে এর আগেও ওখানে পোস্টার পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নুহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকাতেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে একটি মাজারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার কয়েকদিনের মধ্যেই ওখানে নারীদের নামে পোস্টার দেওয়া হয়। সেখানে নারীদের অসম্মান করে নানা কথা লেখা হয়েছে।পরিচয় গোপন রাখার শর্তে স্থানীয় এক নারী জানিয়েছেন, ''কারা একাজ করছে, পুলিশ তা জানে। কিন্তু পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উল্টে আমাদেরই হেনস্থা করা হচ্ছে।''
পুলিশের সহকারী কমিশনার মনোজ কুমার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ''তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই পোস্টারগুলি আমরা সরিয়ে দিয়েছি।'' একইসঙ্গে ওই পুলিশ অফিসারের বক্তব্য, ওই জমিতে যারা আছেন, তারা বেআইনিভাবে আছেন। তবে সরাসরি তাদের তুলে দেওয়ার কথা বলেননি মনোজ।
ওই মহল্লায় যারা বসবাস করেন, তাদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। আশপাশের বাড়িতে কাজ করে তারা দিন গুজরান করেন। সংবাদমাধ্যমকে তারা জানিয়েছেন, সকালে বাড়ির বড়রা বেরিয়ে যান কাজে। ছোটরা স্কুল থেকে ফিরে একাই থাকে। সে সময় কিছু ঘটে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা তাদের আছে। বিশেষ করে শিশু এবং কিশোরী মেয়েদের নিয়ে তাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তা। কারণ, তাদের নিয়েই ওই পোস্টারগুলি পড়েছিল।

আফ্রিকান আমেরিকানরা বর্ণবিদ্বেষ প্রসূত হামলার শীর্ষ লক্ষ্যবস্তুঃ রিপোর্ট

ফ্লোরিডাঃ সম্প্রতি ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলে তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে হত্যা করার ঘটনাটি একটি ভয়াবহ বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা কিনা গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরে নথিভুক্ত করেছেন, কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা যুক্তরাষ্ট্রে জাতিবিদ্বেষের কারণে হেট ক্রাইমের সবচেয়ে বেশি শিকার। মঙ্গলবার প্রকাশিত নতুন একটি প্রতিবেদন এই প্রবণতাকে নিশ্চিত করে। এতে দেখা যায়, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহরগুলোতে রিপোর্ট করা সমস্ত হেট ক্রাইমের এক পঞ্চমাংশের বেশির লক্ষ্যবস্তু ছিল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। এটি যেকোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ অংশ। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি সান বার্নার্ডিনোর সেন্টার ফর স্টাডি অফ হেট এন্ড এক্সট্রিমিজম দ্বারা বিশ্লেষণ করা পুলিশের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দেয়া প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কৃষ্ণাঙ্গদের লক্ষ্য করে সংঘটিত হেট ক্রাইম গত বছর গড়ে ৬ শতাংশ কমেছে। আগের দুই বছর এই হার বৃদ্ধি পেয়েছিল।
ফ্লোরিডার একটি মুদি দোকানে একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দুকধারী দুজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে বিদ্বেষের অংশ হিসেবে হত্যা করার মাত্র কয়েকদিন পর এই প্রতিবেদনটি আসে।
২১ বছর বয়সী শ্যুটার, যিনি হত্যাকাণ্ডের পর নিজেও আত্মহত্যা করেন, তিনি একটি বর্ণবাদী চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি কালো মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। আক্রমণে তিনি যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তাতে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা ছিল।
সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ হেট এন্ড এক্সট্রিমিজমের ডিরেক্টর এবং প্রতিবেদনের প্রধান লেখক ব্রায়ান লেভিন বলেন, কৃষ্ণাঙ্গরা শুধুমাত্র এই চরমপন্থী খুনিদের জন্যই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যবস্তু এমন নয়, বরং যখন থেকে ডেটা সংগ্রহ করা হচ্ছে, তখন থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্রতি বছরই সামগ্রিক ঘৃণামূলক অপরাধের জন্য তারা সবচেয়ে বেশিবার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রী আরও আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চীন সফর সম্পন্ন করেছেন

সাংহাই ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্যিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থিতিশীল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সর্বসাম্প্রতিক পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার চীনের চার দিনের সফর সম্পন্ন করেছেন।
বুধবার এক প্রকাশ্য মন্তব্যে রাইমন্ডো বলেন, তিনি চীনের কর্মক্রতাদের সাথে নিয়মিত এবং সরাসরি আলোচনার বিষয়ে আশাবাদী, তবে তিনি খুব স্পষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন এবং তিনি আশা করেন না যে, বেইজিং'এর সাথে প্রতিটি সমস্যার রাতারাতি সমাধান হয়ে যাবে।
রাইমন্ডো বলেন, উভয় পক্ষ বাণিজ্য বিষয়ক গোপনীয়তা রক্ষার পাশাপাশি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নেয়ার বিষয়ে বিরোধ সংক্রান্ত কথা বলার জন্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠক করার পরিকল্পনা করেছে।
যদিও যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যকার বার্ষিক বাণিজ্যের আর্থিক পরিমাণ ৭০ কোটি ডলারের বেশি, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর চীনে কাজ করা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।
যদিও রাইমন্ডো রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের ওপর একটি তথ্য বিনিময় এবং বাণিজ্যিক ইস্যুতে নতুন একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ চালু করতে সম্মত হয়েছেন, কংগ্রেসের সমালোচকরা বেইজিং'এর সাথে গঠনমূলকভাবে কাজ করার জন্য ওয়াশিংটনের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান।
মে মাসে সিআইএ ডিরেক্টর বিল বার্নস এবং জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক সফরের পাশাপাশি জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব মন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এবং জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরির পৃথক সফরের পর রাইমন্ডো চীন সফর করেন।

অনুষ্ঠান

ট্রেন যাত্রার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করার একটি প্রয়াস

এলএইচবি কোচ সহ গুয়াহাটি বাড়মের এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল শুরু

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ যাত্রীদের জন্য সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৫৬৩২১৫৬৩১নং গুয়াহাটি বাড়মের গুয়াহাটি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির কোচগুলি আধুনিক এলএইচবি (লিংকে হফমেন বুশ) কোচে রূপান্তর করা হয়েছে, যা অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সজ্জিত। লোকসভার সাংসদ শ্রীমতি কুইন ওজা ৩১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে পতাকা নাড়িয়ে এলএইচবি রেকের এই ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশন থেকে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
নতুন করে রূপান্তরিতত এলএইচবি ট্রেন নং. ১৫৬৩২ গুয়াহাটি বাড়মের গুয়াহাটি এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারর ১০.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ট্রেনটি আনুমানিক প্রতি ঘণ্টায় ৫০ কিমি গড় গতিতে ৪৫ ঘণ্টায় ২৪৫৩ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করবে। যাত্রা পথে ট্রেনটি কামাখ্যা, নিউ বঙাইগাঁও জং., নিউ আলিপুরদুয়ার জং., নিউ জলপাইগুডি. জং., কাটিহার জং., মোকামা, কানপুর সেন্ট্রাল, আগ্রা ফোর্ট, জয়পুর জং., দেগানা জং., মিরতা রোড, যোধপুর হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনটিতে ১টি এসি ২ টিয়ার, ৫টি এসি ৩ টিয়ার, ১২টি স্লিপার, ১টি সেকেন্ড ক্লাস ও ১টি প্যান্ট্রি কারের পাশাপাশি ২টি পাওয়ার কার সহ ২২টি এলএইচবি ডিজাইনের কোচ থাকবে।
এখানে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুরক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি সহ এলএইচবি কোচগুলি আরও প্রশস্ত ও আরামদায়ক হওয়ার সুবিধা রয়েছে। হাইড্রোলিক শক অ্যাবজর্বার ও উন্নত সাসপেনশন সিস্টেম থাকা এলএইচবি কোচগুলি প্রচলিত রেকগুলির তুলনায় যাত্রীদের জন্য উন্নতমানের রাইডিং অভিজ্ঞতা ও আরাম নিশ্চিত করে। প্রত্যেকটি কোচে মডিউলার ইন্টারিওর রয়েছে, যা সিলিং ও লাগেজ রেক এবং প্রশস্ত জানালার আলোর ব্যবস্থাকে একীভূত করে। প্রত্যেকটি এলএইচবি কোচে কন্ট্রোল ডিসচার্জ বাথরুম সিস্টেম ও বায়ো টয়লেট রয়েছে, আইসিএফ কোচের তুলনায় যা পরিবেশ অনুকূল।
উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণকে নিরাপদ, দ্রুত ও অধিক আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে গুয়াহাটি বাড়মের গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের আধুনিক এলএইচবি রেকে রূপান্তর করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দেশে যেকোনো প্রান্তেই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই বাংলার শ্রমিকদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে ঃ অধীর রঞ্জন চৌধুরী

মালদা ঃ দেশে যেকোনো প্রান্তেই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই বাংলার শ্রমিকদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে এই রাজ্যে কোন কাজ নেই। অসহায় শ্রমিকেরা ছুটছে ভিন রাজ্যে। মিজোরামে মালদার ২৩ শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার দুপুরে মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদায় যে ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসান খান চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রাম থেকে শুরু করে ইংরেজবাজার সাটটারি, নরহাট্টা গ্রামেও মৃতদের পরিবারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসেন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

এদিকে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এই ধরনের তৃণমূল সরকারের প্রতি সমালোচনাকেই তুমুল কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব রাজ্যের শেষ সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, মৃত শ্রমিকদের নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনীতি করাটা ঠিক নয়। রাজ্য সরকার যা করতে পেরেছে এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র হোক বা কংগ্রেস কেউ কিছুই করতে পারে নি। মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে সমবেদনা জানান। তাদের সহযোগিতা করুন। কিন্তু রাজনীতি করবেন না। এভাবেই কংগ্রেসের সাংসদের কথার উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

উল্লেখ্য, বুধবার সকাল দশটায় মিজোরামের আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। যাতে এখনো পর্যন্ত মালদার ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ১৮ জন শ্রমিকের মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধার করতে পেরেছে মিজোরাম সরকার। মালদার পাঁচ জন শ্রমিকের দেহের এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। সেই শ্রমিকদের দেহ ময়না তদন্তের পর মালদায় কফিনবন্দী অবস্থায় পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে মিজোরাম সরকার।

এদিন মিজোরামের দুর্ঘটনা গ্রস্থ মৃত মালদা শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মুহূর্তে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, করোনা কাল থেকে আমরা দেখে আসছি বাংলার শ্রমিকদের ভয়াবহ অবস্থার বিষয়টি। উড়িষ্যায় করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা হোক অথবা কাশ্মীরের কোন দুর্ঘটনা। মনিপুর, মিজোরাম সবতেই বাংলার শ্রমিকের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছরই পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রমিকদের একটা বড় অংশ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যায়। যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার সব থেকে বেশি শ্রমিকেরা রয়েছে। কেন্দ্র সরকার তো কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনার অনেক কথা বলেছিল। কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলছেন চপ, ঘুগনি বিক্রি করুন। তাতেই নাকি স্বাবলম্বী হবে শ্রমিকেরা। শ্রমিকদের সহযোগিতা করার মতো কোনো উদ্যোগ এখনো রাজ্য সরকার নেয় নি। ফলে সংসারে তাগিদেই অসংখ্য এরাজ্যের শ্রমিক ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে। আর দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে এবং মৃত্যু ঘটছে। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কিন্তু কোথাও কিছু হচ্ছে না। এদিন যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছি। কংগ্রেস নেতৃত্ব সবসময় মৃতদের পরিবারের পাশে আছে এবং সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতা করবে সে কথাও জানানো হয়েছে।

মৃত শ্রমিকদের পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে ঃ অধীর রঞ্জন চৌধুরী

মালদা ঃ রেলমন্ত্রীকে ফোনে পাইনি, কিন্তু রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান কে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, মিজোরামের দুর্ঘটনায় মালদার শ্রমিকদের পরিবার পিছু একজনকে চাকরি, আর ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।পাশাপাশি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। অসহায় মৃত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে যে করেই হোক সবাইকে একসাথে সহযোগিতা করতে হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদায় মৃত শ্রমিক পরিবারদের সঙ্গে দেখা করে একথায় জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

এদিন চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার কোকলামারী চৌদুয়ারি গ্রামে যান সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এই গ্রাম থেকেই ১৬ জন শ্রমিক মিজোরামের কাজ করতে গিয়ে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। মিজোরামের রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদার মোট ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশই রয়েছে চৌদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দা। এছাড়াও ইংরেজবাজার ব্লকের সাটটারি এবং নরহাট্টা গ্রামেরও বাকি শ্রমিকেরা রয়েছেন।

এদিন চৌদুয়ারি গ্রামের মৃত শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, মিজোরাম সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২ লক্ষ টাকা করে মোট চার লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতা করেছে। কিন্তু এই সামান্য টাকায় ওইসব মৃত শ্রমিকদের পরিবারের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে না। আমি ওইসব পরিবারের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, ওরা খুব অসহায়। ওদের পাশে কেউ নেই। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁকে পায় নি। রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান কে বলেছি মৃত শ্রমিকদের পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদিও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে এখনো পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা হয় নি। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও মৃত শ্রমিকদের পরিবারের বিষয়টি নিয়েও ভাবনা চিন্তা করবেন।

একবছরের মধ্যেই ফাটল ডেউচা সেতুতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ জাতীয় সড়কে বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার ব্লকের ডেউচা গ্রামে দ্বারকা নদের সেতু যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম। গতবছর পুজোর আগে একমাস ধরে সেতু বানানো হয়েছিল কিন্তু একবছর পেরোতে না পেরোতে ফাটল দ্বারকা সেতুতে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, জাতীয় সড়কের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। নতুন সেতু বানানোর একবছরের মধ্যেই কীভাবে ফাটল দেখা দেয় সেইবিষয়ে পর্যালোচনা করেছি। এসপি সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে আংশিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন রাস্তা বা সেতু বানানোর একবছরের মধ্যেই সেটা আবার সংস্কার করতে হবে - এইধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে বিষয়েও নজর দিতে বলা হয়েছে।

ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে রাখি বন্ধন

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সিউড়ি শহরে রাখি বন্ধন করা হয়। পথচলতি মানুষজনের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। ডিএসপি ট্রাফিক কুনাল মুখ্যাজী বলেন, রাখি বন্ধনের পবিত্র দিনে রাখি পরিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হলো।

চাকরির দাবিতে অবস্থান ধর্না

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ডেউচা পাঁচামী কোল ব্লকে স্ব ইচ্ছায় জমি দিয়েও কেটে গিয়েছে একবছর আট মাস কিন্তু মেলে নি চাকরি। চাকরির দাবিতে বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলার জেলাশাসক অফিসের সামনে অবস্থান ধর্নায় বসে ছয়শত তেরোজন জমিদাতা। জমিদাতা শুক্লা দাস বলেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্ব ইচ্ছায় ৬১৩ জন জমিদাতার চাকরি আটকে রেখেছে। সালুকা মকদমনগরে জমি ছিল। চাকরি না দিলে ভবিষ্যতে সিঙ্গুর করে দেবো। সোমনাথ দাস বলেন, কোর্টের ডেট দেওয়ার মতো ডেট দিচ্ছেন জেলাশাসক। ৬১৩ জনের জমি অধিগ্রহণ হয় নি। আমার ফর্ম নং ৬০২। ৬০২ নম্বরকে বাদ দিয়ে ৮০০ নং ফর্মের জমিদাতার চাকরি হয়ে গিয়েছে। চাকরির দাবিতে আমরা অবস্থান ধর্নায় বসেছি।

চন্দ্রযান৩ এর সফলতায় ছাত্রীদের নিয়ে কোচবিহার শহরে বিশেষ শোভাযাত্রা

কোচবিহার ঃ ভারতের চন্দ্রযান৩ এর সফল অভিযানে খুশির হওয়া গোটা দেশজুড়ে। গতকাল চন্দ্রযান তিন মিশনে লেন্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে সফলভাবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রথম দেশ চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে পৌঁছেছে।ভারতের চন্দ্রযান তিন এর সফলতায় আজ কোচবিহার সদর গভমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে কোচবিহার শহরে একটি শোভাযাত্রা বের করে স্কুলের শিক্ষকরা। স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয় ছাত্রছাত্রীদের মহাকাশ সম্বন্ধে আরও উৎসাহিত করতে এবং দেশের সফলতায় তারা এই বিশেষ শোভাযাত্রার আযোজন করেছে।

নাবালক খুনের বিরুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মৌন মিছিল ভেঙে দিল পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ গত একুশে আগস্ট নাবালিকাকে মাথা থেতলে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবকের ফাঁসির দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে ১২ ঘন্টা বন্ধের ডাক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের।সকাল থেকে বন্ধের রেশ শহর জুড়ে। বেলা বাড়তি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সদস্যারা প্রণামি মন্দির রোড থেকে একটি মৌন মিছিল করে শহরের মূল পথ অতিক্রম করার আগেই হাকিমপাড়া চত্বরে মৌন মিছিলটিকে আটকে দেয় পুলিশ আর তাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাকিমপাড়ার চত্বর। পুলিশের সঙ্গে বাবি তাণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সদস্য অভিযোগ সকাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমে বনকে ব্যর্থ করতে পারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামলেই তখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যদের গ্রেফতার করার হুঁশিয়ারি দেয়া হয় কোনো রকমের অপ্রতিকর ঘটনা ঢুকতে মতান করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি থানার আইসি, ভক্তিনগর থানার আইসি এবং পানি ট্যাংকি আউট পোস্ট এর ওসি। তবে অবশেষে পুলিশের তদারকিতে মিছিল কারীরা মিছিল ভঙ্গ করে ফিরে যায়।

মাটিগাড়ায় সড়কে বিক্ষোভ করেছে বনধ সমর্থকরা

শিলিগুড়ি ঃ নাবালিকা মৃত্যুর ঘটনায় বনধের সমর্থনে মাটিগাড়া মোটাজ্যোৎ এলাকায় মিছিল করল সাধারণ মানুষ। সেই মিছিল আটকে দিলো পুলিশ। জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে মোটাজ্যোৎ এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি এগিয়ে গেলে মাঝ রাস্তায় মিছিলটি আটকে দেয় পুলিশ। ও তখনই রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় মিছিলে উপস্থিত বিক্ষোভকারীরা। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে ত্বক্টগু ট্রাফিক, ADCP ও বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

দীর্ঘ টানাপোড়নের শেষে কংগ্রেসের জয়ী পাচজন প্রার্থীর সমর্থন নিয়ে একক্ভাবে চাঁচলের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস

মালদা ঃ দীর্ঘ টানাপোড়নের শেষে কংগ্রেসের জয়ী পাচজন প্রার্থীর সমর্থন নিয়ে একক্ভাবে চাঁচলের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস।প্রধান পদে বহাল থাকলেন রেজাউল খাঁন।উপপ্রধান নির্বাচিত হলেন মুক্তি দাস।আজ ছিল কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন। ২০ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল পেয়েছিল ৭ টি আসন,কংগ্রেস ৮ টি,সিপিআইএম ২ টি এবং বিজেপি ৩ টি।প্রধান ও উপ প্রধানের জন্য তিন দলই লড়াই করে যাচ্ছিল।ভোটাভুটিতে ২০ টি র মধ্যে ১২ টি ভোট পেয়ে প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়।

মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদার মৃত ২৩ জন শ্রমিকের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

মালদা ঃ মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় মালদার মৃত ২৩ জন শ্রমিকের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। যদিও প্রশাসনিক ভাবে ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর কথা জানানো হলেও, এই মৃতের সংখ্যা রয়েছে ২৩ জন। মৃতদের মধ্যে পাঁচজনের দেহের এখনো পর্যন্ত কোনো সন্ধান পায়নি মিজোরাম প্রশাসন। যদিও মিজোরামের নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় এখনো মৃতদের খোঁজ চলছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মালদার চাঁচল মহাকুমার পুখুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রামে যান রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রেন লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, পুখুরিয়া থানার আইসি গৌতম চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া এবং মালতিপুরের বিধায়ক সমর মুখার্জি, আব্দুর রহিম বক্সী প্রমুখ।

এদিন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এবং মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত সহযোগিতার কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মৃতদের পরিবারের পাশে থেকে সব রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সে কথাও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত কোকলামারী চৌদুয়ার গ্রামের সব থেকে বেশি শ্রমিক মিজোরামের দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। এই গ্রামের ১৬ জন শ্রমিক মিজোরামে গিয়েছিলেন কাজ করতে। এছাড়াও ইংরেজবাজার থানার সাটটারি, বিনোদপুর এবং নরহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরো বাকি শ্রমিকেরা মিজোরামে গিয়েছিলেন নির্মীয়মান ব্রিজের শ্রমিকের কাজ করতে।

প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, মালদা থেকে প্রায় ২৮ জন শ্রমিক মিজোরামের আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে এই নির্মীয়মান রেল ব্রিজ তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বুধবার সকাল দশটায় এই নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙ্গেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। যেখানে মালদার একসঙ্গে প্রায় ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

এদিন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন , ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মিজোরামের নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর কথা আমরা জানতে পেরেছি। পাঁচ জন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। মিজোরাম সরকারের সাথে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রের যারা নির্মীয়মান রেল ব্রিজ প্রকল্পের কাজ করছিলেন, যা থেকে দুর্ঘটনা গ্রস্তহয়ে এতজন শ্রমিক মারা গিয়েছে, আমরা দাবি রাখছি কেন্দ্র সরকার মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবার প্রতি একজন করে যেন চাকরি দেয়। এবং ১০ লক্ষ টাকা করে যেন ক্ষতিপূরণ দেয়।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন আরো বলেন, রাজ্য সরকার শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। যেখানে শ্রমিকেরা নিজের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে মোটা টাকা লোন হিসাবে পাবেন। এক্ষেত্রে ভিন রাজ্যে যাওয়ার কোনরকম আগ্রহ থাকবে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এব্যাপারেও প্রচার করা হচ্ছে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এদিন চৌদুয়ার গ্রামের মৃত পরিবারদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। জেলাশাসক মৃত পরিবারদের জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সবসময়ের জন্য মৃত শ্রমিকের পরিবারদের বর্তমান অবস্থার কথা জানতে চাইছেন। সরকারিভাবে সমস্ত সহযোগিতার কথাও মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষনা করেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকম ভাবে সাহায্য করা হচ্ছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন , পুখুরিয়া এলাকার একটা অংশ মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। যেটি আমার আমার বিধানসভা কেন্দ্র। মিজোরামের দুর্ঘটনা যেটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। যেসব শ্রমিকদের মিজোরামে মৃত্যু হয়েছে, তাদের পরিবার পিছু একজনকে রেলে চাকরি ও ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ যাতে কেন্দ্র সরকার দেয় সেই দাবি আমরা করছি। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার মালদার মৃত শ্রমিকদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদ এদিন এসেছিলেন, তিনিও সমস্ত বিষয়টি তদারকি করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেবেন। আমরা চাই মালদার এত বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার বিষয় কেন্দ্র সরকার অন্তত একটা করে রেলে চাকরি এবং আর্থিক ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করুক।

শিলিগুড়িতে ছাত্রী খুনের ঘটনায় ১২ ঘণ্টা বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামলো তৃণমূল

শিলিগুড়ি ঃ ছাত্রী খুনের ঘটনায় আজ শিলিগুড়িতে ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।এই বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামতে দেখা গেল তৃণমূলকে।এদিন সকালে তৃণমূলের তরফে রাস্তায় নেমে ব্যবসায়ীদেরকে অনুরোধ করা হয় দোকানপাট খোলার জন্য। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড,সেবক রোড,বিধান মার্কেটে যান শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব,দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ জেলা নেতৃত্বরা। সেখানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট খোলার আবেদন জানান তারা।অন্যদিকে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার আবেদন করেন মেয়র গৌতম দেব এবং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।

খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র সংঘের ৭১ তম বর্ষের দুর্গা পূজোর শুভ সূচনা হলো

শিলিগুড়ি ঃ খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘের ৭১ তম বর্ষের দুর্গা পূজোর শুভ সূচনা হলো।বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির রবীন্দ্র সংঘ ক্লাবের খুঁটি পুজো সম্পন্ন হলো। খুঁটি পূজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় মন্ডপ তৈরির কাজ।এবছর ৭১ তম বর্ষে পা দিতে চলেছে রবীন্দ্র সংঘ ক্লাবের দুর্গা পূজো।শিলিগুড়ির বিগ বাজেটের পূজা গুলির মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘের পুজো। প্রতিবছরই শহরের মানুষের নজর কাড়ে এই পুজো।এদিন রবীন্দ্র সংঘ ক্লাবের মাঠে জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো অর্চনার মধ্য দিয়ে খুঁটি পুজো করে মঞ্চ বাঁধার কাজের প্রস্তুতি শুরু করা হয়। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও বিশেষ আকর্ষণ থাকছে।প্রতিমা এবং প্যান্ডেলে বিশেষ চমক থাকছে দর্শনার্থীদের জন্য বলে জানান কমিটির সদস্যরা।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি গঠন

উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ার পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন হল বৃহস্পতিবার। জানা গিয়েছে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কনিকা ভৌমিক হওয়ার পর আজকে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন কর হয় আজকে। এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়। এই বৈঠকের মাধ্যমে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন করা হয়। এরপর আগামী দিনে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষ পদগুলির দায়িত্ব দেওয়া হবে জানা গিয়েছে। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কনিকা ভৌমিক, চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান সহ সমস্ত চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও উপস্থিত ছিলেন।

ময়না কাঠের শক্তিপূজোর মাধ্যমেই বড় দেবীর পূজোর সূচনা হলো কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ কোচবিহার রাজ আমলে প্রতিষ্ঠিত বড় দেবী, কোচবিহারের দুর্গাপূজো বলতে বড় দেবীর পুজো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী। এই পুজোর প্রচুর রীতিনীতি রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান রীতি হলো শক্তি কাঠের পুজো। বৃহস্পতিবার কোচবিহার ডাঙ্গর আই মন্দিরে শক্তি পূজোর মাধ্যমে বড় দেবীর পূজোর সূচনা হলো।শক্তি অর্থাৎ মেরুদন্ড, বিশেষ প্রজাতির কাঠ থেকে এই মেরুদন্ড নির্মাণ করা হয় বড় দেবীর। ময়না কাঠ। এই কাঠে মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তি স্থাপন করেন রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সম্পূর্ণ পুজোর সময় দু ঘঃটার উপরে। ফল ফুল দিয়ে শক্তি দন্ড কে বোধন করা হয়। স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পড়ানো হয়। এই শক্তি দন্ড ডাঙ্গর আই মন্দির থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহন মন্দিরে। সেখানে একমাস যাবত পুজো হয়।রাজপুরোহিত বলেন, এই পুজোয় বলি প্রথা প্রচলিত আছে। মূলত শক্তি পুজোয় রক্তের প্রয়োজন হয় রাজ বিধি মেনে। বর্তমানে কবুতর বলি দেওয়া হয়। একমাস পুজো হওয়ার পরে এই কাঠ চলে যায় মায়ের মেরুদণ্ড হিসেবে স্থাপিত হতে। এই কাঠের ওপর ভিত্তি করেই গোটা মূর্তিটি তৈরি হয়।মদনমোহন বাড়ি থেকে এই শক্তি দন্ড চলে যায় বড় দেবী মন্দিরে। সেখানেই নির্মাণ হয় বড় দেবী। শ্রাবনের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে পুজো হয় ময়না কাঠের। কিন্তু চলতি বছর শ্রাবণ মাস মলো মাস হওয়ার কারণে এই পুজো ভাদ্র মাসে করা হলো। এই পুজো কে বলা হয় যুগচ্ছেদন। কৃষ্ণ অষ্টমীতে দেবী বাড়িতে পুজো শুরু হয়।রাধা অষ্টমী তিথিতে বড় দেবীর মন্দিরে যাবে ময়না কাঠ এবং সেখানেই মূর্তি নির্মাণ শুরু হবে। তারপরে পুজোর সময় পুজো হবে দেবীর। আজ সন্ধ্যায় দুয়ার বক্সী ঢাক বাজনা সহকারে পুজো হয়ে এই ময়না কাঠ মদনমোহন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে।বড় দেবীর পুজো কবে শুরু হয়েছিল তা বলা একপ্রকার অসম্ভব। তবে আনুমানিক প্রায় ৫৪৬ বছর আগে এই পুজোর সূচনা করেন কোচবিহারের মহারাজা। স্বপ্নাদেশে বড় দেবীর মূর্তি কোষ্ঠী পাথর খুঁজে পান কোচবিহারের মহারাজা,তারপর থেকেই নিয়মনীতি নিষ্ঠা সহকারে এই পুজো হয়ে আসছে।এছাড়াও রয়েছে রাজ আমলের পুথি। লেখা রয়েছে পুজোর সমস্ত নিয়মকানুন এবং আচার,অনুষ্ঠান। এই পুথীর উপর ভিত্তি করে কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি সহ দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের সমস্ত দেবদেবীর পূজো সম্পন্ন হয়। এদিনও তার অন্যথা হয়নি।কোচবিহারের রাজ পুরোহিত বলেন, এই পুথি সমস্ত নিয়ম নীতির আচার অনুষ্ঠানের একমাত্র পাথেয়। এই পুথীর নিয়ম মেনেই ময়না কাঠ সহ বড় দেবী এবং সমস্ত দেব দেবীর পূজো অনুষ্ঠিত হয়।মদনমোহন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ভবানী মূর্তির আদলে তৈরি হয় বড় দেবী। এক সময় জঙ্গলে ঘেরা কোচবিহারে ময়না কাঠের অভাব ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি এই কাঠের অভাব দেখা দিয়েছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড ময়না কাঠ অর্থাৎ ময়না গাছের চারা লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

চন্দ্রযান ৩ এর সফলতায় সামিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ ছাত্র, সাফল্য উদযাপন কলেজে

জলপাইগুড়ি ঃচাঁদ ছুঁয়েছে বিক্রম। আর এই সফল উত্তোরনের নেপথ্যে যে বিজ্ঞানিরা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জলপাইগুড়ি গভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ ছাত্র। এরা হলেন কৌশিক নাগ, নিরঞ্জন কুমার, সঞ্জয় দলুই, অমরনাথ নন্দী, সৌমিক সরখেল, মুকুন্দ কুমার ঠাকুর। ছাত্রদের কৃতিত্বে গর্বিত কলেজ। বৃহস্পতিবার বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেই সাফল্য সেলিব্রেট করলেন অধ্যক্ষ থেকে অধ্যাপকেরা। কয়েক হাজার লাড্ডু বিতরন হলো জলপাইগুড়ি গভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কলেজের পরিকল্পনা কৃতি ছয় ছাত্র ফিরলে তাঁদের সংবর্ধনায় ভরিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬ কৃতীর সাফল্যের খবর শহরে ছড়িয়ে পড়তেই শহরে উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষকে সংবর্ধনা জানাতে কলেজে ফুল মিষ্টি নিয়ে ছুটে যান লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি জেনেসিস সদস্যরা। কলেজে সেলিব্রেশন শেষ করে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে জলপাইগুড়ি কৃতি ছাত্র কৌশিক নাগের বাড়িতে ছুটে যান জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায়। সেখানে পৌঁছে তার মা সোনালী নাগকে অভিনন্দন জানান তারা। সোনালী দেবী জানান আজ কলেজের প্রিন্সিপাল এসেছিলেন। খুব ভালো লাগছে। আমি চাই কলেজের সব ছাত্রই যেনো এভাবে এগিয়ে গিয়ে কলেজের মুখ উজ্জ্বল করে। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায় বলেন মিশন চন্দ্র যানে আমাদের কলেজের কৌশিক সহ মোট ছয় ছাত্রের সাফল্যে আমরা গর্বিত। আমরা বর্তমান ছাত্রদের তাদের সাফল্যের কথা জানাতে শুরু করেছি। এই সাফল্য বর্তমান ছাত্রদের অনুপ্রানিত করবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

তৃণমূল নেতার দোকান ভাঙচুর ও তৃণমূলের পতাকা ছিড়ে ফেলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি ঃ উপনির্বাচনের পূর্বে তৃণমূল নেতার দোকান ভাঙচুর ও তৃণমূলের পতাকা ছিড়ে ফেলার অভিযোগে সাত সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় ধূপগুড়িতে।ঘটনাস্থলে তদন্তে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।সারা রাজ্যের নজর এই মুহূর্তে ধূপগুড়িতে। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন। এই মুহূর্তে জোরদারভাবে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার।আর এবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল নেতার দোকান ভাঙচুর ও তৃণমূলের পতাকা ছিড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে।জানা যায় ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বামনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সৌমেন দেবনাথ ও শ্রীদাম পাল। তাদের মধ্যে সৌমেন দেবনাথ ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি।রাস্তার পাশেই সৌমেন ও শ্রীদাম পালের দোকান রয়েছে। সেই দোকানেই লাগানো ছিল তৃণমূলের দলীয় পতাকা। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দোকান খুলতে গিয়ে সৌমেন ও শ্রীদাম পাল দেখতে পান তৃণমূলের পতাকা যেমন ছেঁড়া অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছে একইভাবে তাদের দোকানও ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসেন ধূপগুড়ি শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইভান দাস।তৃণমূলের দাবি রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দোকান ভাঙচুর করেছে এবং তৃণমূলের পতাকা ছিড়ে দিয়েছে। উপ নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি সন্ত্রাস তৈরি করার চেষ্টা করছে বলেও দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির ধূপগুড়ি শহর মন্ডলের সভাপতি শিবু চক্রবর্তী বলেন, আমরা সব দলের পতাকাকে সম্মান করি। উপনির্বাচনের পূর্বে হাওয়া গরম করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেই তাদের এই অবস্থা হয়েছে।

গদাধর নদীর ভাঙনে আতঙ্কে ঘুম উড়েছে এলাকার বাসিন্দাদের

কোচবিহার ঃ গদাধর নদীর ভাঙনে আতঙ্কে ঘুম উড়েছে তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার পাড়া এলাকার বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যেই নদী গর্ভে চলে গিয়েছে তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার পাড়া এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং একটি মন্দির। নদী গর্ভে চলেযেতে বসেছে এলাকার চলা চলের একমাত্র রাস্তাটিও। এই অবস্থায় নদীর গ্রাসে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন স্থানীয়রা। কয়েক বছরের নদী ভাঙ্গনের ফলে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে চাষের জমি। বর্তমানে জন বসতি পূর্ন এলাকায় নদী প্রবেশ করায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ বারংবার নেতা,মন্ত্রীরা এসে প্রতিশ্রুতি দিলেও হয়নি কাজের কাজ। কবে নদী ভাঙ্গন ঠেকাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করবে সেই অপেক্ষায় রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

ব্রীজ ভেঙে দুর্ঘটনায় মালদার একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যু

মালদা ঃ মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রীজ ভেঙে দুর্ঘটনায় মালদার একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যু হলো। মৃতদের প্রত্যেকের বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। সম্পূর্ণ পুরুষ শূন্য হয়ে গিয়েছে ওই পরিবারটি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যুর খবর মালদার পুখুরিয়া থানার কোকলামারী চৌদুয়ার গ্রামে পৌঁছাতেই রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন গ্রামের কোনো বাড়িতেই জ্বলেনি উনুনও । দুপুর থেকে এই গ্রাম জুড়ে শুধু চলছে কান্নার রোল। যদিও এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মালদার কমপক্ষে ২৫ জন শ্রমিকের মিজোরামের নির্মীয়মান রেল ব্রীজ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। এই মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও অনুমান করছে প্রশাসনের একাংশ। এই দুর্ঘটনায় মৃতদের অধিকাংশের বাড়ি রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া থানার কোকলামারি চৌদুয়ার গ্রামে। এই গ্রাম থেকে অন্তত ৩০ জন শ্রমিক মিজোরামে গিয়েছেন বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন । এছাড়াও মালদার ইংরেজবাজার , কালিয়াচক ব্লক থেকেও অনেক শ্রমিকেরা গিয়েছেন মিজোরামে। যেখানে এই নির্মীয়মান রেল ব্রীজ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন মালদা শ্রমিকেরা।

এদিকে পুকুরিয়া থানার চৌদুয়ার গ্রামের একই পরিবারের যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের নাম, সাইদুর রহমান (৩০), মোজাফফর আলী (৩০)। এরা সম্পর্কে দুই কাকাতো ভাই । ওয়াসিম শেখ (২০), সেবু শেখ (২০)। মৃত এই দুইজন প্রথম মৃত দুইজনের সম্পর্কে ভাইপো। আনসারুল শেখ (১৯) এবং মোশারফ শেখ(২০) মৃত এই দুইজন সাইদুর রহমানের ভাগ্নে।

মৃতের পরিবারের আত্মীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় দেড় আগে সাইদুর সহ পরিবারের ছয় জন পুরুষ মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিলেন । বুধবার দুপুরে তারা মোবাইল মারফত জানতে পারেন মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে একটি নির্মীয়মান রেল সেতু নির্মাণের সময় সেটি ভেঙে পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় পরিবারের ছয় জনই মারা গিয়েছে। তারপরেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।

মৃতদের এক আত্মীয় মোহাম্মদ হামিদুর রহমান বলেন , সাইদুর রহমান এবং মোজাফফর আলী সহ পরিবারের ছয়জন পুরুষ হৈহৈ করতে করতে মিজোরামে গিয়েছিলেন। মোটা টাকা কাজ করে রোজগার করে নিয়ে আসবেন। কুড়ি থেকে বাইশ জনের পরিবার। তাদের জন্যই ওরা মিজোরামে কাজ করতে গিয়েছিল । কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় সব শেষ করে দিল । নির্মীয়মান যে রেল ব্রিজটি তৈরি হচ্ছে , সেটি নাকি ৫০ তলা বিল্ডিং এর থেকে উঁচু। সেখান থেকেই হুড়মুড়িয়ে গোটা ব্রিজটা ভেঙে পড়লো। মোবাইলে যখন ছবি দেখেছি তখন কোনো আত্মীয়ের ছবি চিনতে পারছিলাম না। এতটাই বাজে অবস্থা ছিল। পরিবারটা অসহায় পড়লো। অনেকের স্ত্রী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং প্রশাসন যাতে সহযোগিতা করে এই দাবি আমরা রেখেছি। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, চৌদুয়ার গ্রামের যারা মিজোরামে এই নির্মীয়মান রেল ব্রিজে কাজ করছিলেন , তাদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে। অনেকের দেহ এখনো পর্যন্ত শনাক্ত করা যায় নি এবং খুঁজেও পাওয়া যায় নি। পাহাড়ের নিচে দেহ ছিটকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এখন সরকারের সহযোগিতায় আমরা আশা করছি।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক মালদা সদর এবং চাঁচল মহকুমা শাসক সহ পদস্থ কর্তারা মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সব রকম সহযোগিতা আশ্বাস দিয়েছেন । তবে এখনো পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সেব্যাপারে পরিস্কার কিছু বলা যাচ্ছে না।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়া অঞ্চলে নাবালিকা হত্যাকান্ড নিয়ে পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চাতুর্বেদীকে স্মারক লিপি দিলেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা

শিলিগুড়ি। একাদশ শ্রেণীর নাবালিকাকে হত্যা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। গতকাল তাকে আদালতে তোলা হয়। আদালতে তোলার সময় বহু মানুষ আদালত চত্বরে জমায়েত হয় এবং অপরাধীকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী জানাতে থাকে। এরপর মাটিগাড়া থানার সামনেও বহু মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্লোগান দেন। গতকালের এই বিক্ষোভ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে অশান্ত জনতাকে শান্ত করতে পুলিশকে মৃদু লাঠিচার্জ করতেও দেখা গিয়েছে।

গতকালই এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা , সেই সঙ্গে পুলিশি তৎপরতার প্রশংসাও করেছেন তিনি। আজ সকালে তিনি শিলিগুড়িতে পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদীর সাথে দেখা করেন এবং তাঁর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

অনীত থাপা বলেন, শিলিগুড়ি হত্যাকান্ড শুধুমাত্র গোর্খা সম্প্রদায়কেই নয়, সমগ্র মানবজাতিকেই স্তম্ভিত করেছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে পুলিশ হেফাজতেও নেওয়া হয়েছে। এবার এই তদন্ত দ্রুততার সাথে শেষ করে আসামিদের যাথাযুক্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এই দাবী শুধু আমার নয়, এই দাবী জনগণ ও নির্যাতিতার পরিবারের। এই হত্যা মামলায় কেউ যেন জাতপাত না দেখায়, কোনো রাজনৈতিক রং যেন দেখা না হয়।পুলিশ প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে, আমাদের একটাই দাবী আক্রান্তের পরিবার যেন বিচার পায়।

তৃতীয় বর্ষের কলেজ পড়ুয়াকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকা সহ তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ এক তৃতীয় বর্ষের কলেজ পড়ুয়াকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকা সহ তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার বৈষ্ণব নগর থানার রামেশ্বরপুর এলাকায়। মৃতদেহ আনা হয় ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই কলেজ পড়ুয়ার নাম চিরঞ্জিত মন্ডল বয়স(২৪) বছর। বাড়ি বৈষ্ণব নগর থানার মহেশ্বরপুর এলাকায়। চিরঞ্জিত মালদা সাউথ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বলে জানা গেছে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা গেছে বিগত চার বছর ধরে চিরঞ্জিত সুজাপুর বাজারপাড়া এলাকার রূপালী মন্ডল নামে এক যুবতীক ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার তাগিদে গতকাল চিরঞ্জিত কে ফোন করে দেখে রাত দশটা নাগাদ রুপালি তার বাড়িতে। অভিযোগ উঠে সেই সময় ওই কলেজ ছাত্র চিরঞ্জিত কে তার প্রেমিকা ও পরিবারের সদস্যরা বেধড়ক মারধর করে বাড়িতে থাকা কীটনাশক খাইয়ে দেয়। সেইখান থেকে চিরঞ্জিত কোন ক্রমে পালিয়ে আসে।এরপর বন্ধুদেরকে ফোন করে বিষয়টি জানায়। বন্ধুরাই চিরঞ্জিতকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রাতেই স্থানীয় বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রাতেই তাকে ভর্তি করা হয়। চিরঞ্জিতের অবস্থার আরো অবনতি হলে সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকেরা চিরঞ্জিতকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই বিষয়ে মৃত কলেজ ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এইদিকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত স্কুল ছাত্রের দাদা ইন্দ্রজিৎ মন্ডল জানান যে আমার ভাই বিগত চার বছর ধরে সুজাপুর বাজার পাড়ার এক যুবতীর সাথে তার ভালোবাসা ছিল। সেই ভালোবাসার জন্যই গতকাল রাত দশটা নাগাদ আমার ভাইকে ফোন করে ডাকে তার প্রেমিকা। এরপর আমরা গভীর রাতে খবর পাই যে আমার ভাই বেদরাবাদ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। সেইখানে ছুটে গিয়ে ভাইকে জিজ্ঞাসা করি এবং পরে জানতে পারি ভাইয়ের মুখ থেকে যে তাকে তার প্রেমিকা ও তার পরিবারের সদস্যরা বেধড়ক মারধর করে পরে কীটনাশক খাইয়ে দেয়। সেইখান থেকেই আমার ভাই কোনক্রমে পালিয়ে আসে এসে তার বন্ধুদেরকে ফোন করে। আমরা বেদরাবাদ হাসপাতালে যাই সেখানে ভাইয়ের অবস্থার অবনতি দেখি তারপরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করি চিকিৎসার জন্য। সেখানেও আমার ভাইয়ের অবস্থা আরো খারাপ হয় তারপরে আজ সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে জরুরি বিভাগেই আমার ভাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে চিকিৎসকেরা। আমি এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। আমি চাই পুলিশ অভিযুক্তদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুন। আমার ভাইকে যারা এইভাবে মেরেছে তাদের ফাঁসি চাই।

কোচবিহারে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে স্কুল ছাত্ররা

কোচবিহার ঃ কোচবিহার ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনায় স্কুলের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল ছাত্র ছাত্রীরা। বুধবার কোচবিহারের গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর সামনে তারা এই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়। প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা এই বিক্ষোভ করে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনো পর্যন্ত স্কুলের সামনে ওই অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। প্রসঙ্গত গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তথা এক নাবালিকা কন্যা ধর্ষণের অভিযোগ উঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এছাড়াও তাকে জোরপূর্বক তাকে শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করা হয়। জানা যায় সেই সময় ওই নানালিকা কন্যার বাবা কিংবা মা কেউই বাড়িতে ছিলেন না। এদিকে এই ঘটনার খবর চাউর হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দল বিক্ষোভ দেখায়। এবারে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়।

গত দুদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ির বহু এলাকায় বন্যার আশঙ্কা

জলপাইগুড়ি ঃ গত দুদিন ধরে অবিরাম বর্ষণে স্বাভাবিক জনজীবন বিপন্ন জলপাইগুড়ি জেলায়। করলা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় জলমগ্ন হয়েছে শহরের পরেশ মিত্র কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকা। ঘরে জল জমে যাওয়ায় চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তিস্তা নদীর জলও অনেকটাই বেড়েছে। করলা নদীর জল ঢুকে পড়ে জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজিপাড়া ও পরেশ মিত্র কলোনি এলাকায়। করলা নদীর পাশে বাঁধ না থাকায় এই দুর্ভোগ বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। করলা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় জলমগ্ন হয়েছে পুরসভার ২৫ ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা। এখানে শতাধিক বাড়িতে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেছে করলা নদীর জল। বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় ইতিমধ্যেই তারা বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তার উপরে দিকে চলে আসছেন। জলমগ্ন এলাকার অনেক মানুষ উচুঁ রাস্তার ধারে আশ্রয় নিয়েছেন।

আগামীকাল ১২ ঘন্টা শিলিগুড়ি বনধ শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ নাবালিকার খুনের ঘটনায় ১২ ঘন্টা বনধের ডাক দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শিলিগুড়িতে দার্জিলিং মোড় থেকে এয়ারভিউ মোট পর্যন্ত মিছিল করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিশাল মিছিল নিয়ে পথে দুর্গা বাহিনী ও মাতৃ শক্তি বাহিনী . মিছিলকে ঘিরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। মিছিলটি মহানন্দা সেতুর কাছে পৌছাতেই মিছিলটিকে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পরে বিক্ষোভকারীরা। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। যার ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিলটি।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ এর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বাংলাদেশীর

মালদা ঃ ফের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ এর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বাংলাদেশীর। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় ও বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার আনুমানিক রাত দশটা নাগাদ কালিয়াচক থানার নওদা এলাকায় ৭০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তে বিএসএফ কর্মীরা অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতেও সীমান্ত এলাকায় নজরদারিতে ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পান কয়েকজন বাংলাদেশী সীমান্ত দিয়ে কিছু পারাপার করার চেষ্টা করছে। সেই সময় কর্মরত ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি চালালে এক বাংলাদেশী বুকে গুলি লাগে। বাকিরা সেইখান থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর রাতেই কর্মরত বিএসএফরা ওই মৃতদেহ টি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। তবে এখনো পর্যন্ত ওই বাংলাদেশের নাম পরিচয় কিছুই জানা যায়নি।

প্রাথমিকে পাটরত শিশুদের নিয়ে শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো হরিশ্চন্দ্রপুর চক্রে

মালদা ঃ প্রাথমিকে পাটরত শিশুদের নিয়ে শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো হরিশ্চন্দ্রপুর চক্রে। এই অনুষ্ঠানে হরিশ্চন্দ্রপুর এবং মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কে নিয়ে এই শিক্ষা উপকরণ বা টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াস এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হলো রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর চক্রের বিদ্যালয়ের প্রদর্শক শর্মিলা ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ।প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়াতে এই রিডিং ফেস্টিভালের সূচনা করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। আর এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আজ হরিশ্চন্দ্রপুর চক্রের এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে।বিদ্যালয় পরিদর্শক শর্মিলা ঘোষ জানান পটল উৎসবের অংশ হিসেবে এই শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী আমরা আযোজন করেছি। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই প্রদর্শনীর আযোজন করেছে। এই প্রদর্শনীতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই কম খরচে ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে।

খুনের ঘটনায় ক্ষোভে অভিযুক্তের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় এলাকাবাসীরা। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়

শিলিগুড়ি ঃ খুনের ঘটনায় ক্ষোভে অভিযুক্তের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় এলাকাবাসীরা। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। প্রথমে মাঝরাতে লেনিন কলোনির পালপাড়ায় থাকা অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাসের বাড়িতে হামলা চালানো হয় অভিযোগ। সেই সময় অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যদের মারধর করার পাশাপাশি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এরপর ভোরবেলা নাগাদ ফের হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সেইসময় এলাকাবাসীরা অভিযুক্তের গোটা বাড়ি ভেঙে দেয়। পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ পিকেট। প্রতিবেশী রাজিয়া খাতুন বলেন, মাঝরাতে দশ থেকে বারোজন এসে ঘর থেকে বের করে সবাইকে মারধর ও ভাংচুর করতে শুরু করে। আমরা প্রতিবেশী, ঘটনার সঙ্গে কোনভাবে জড়িত নই। আমাদেরও মারধর করা হয় ও বাড়িতে ভাংচুর চালানো হয়।

দুটি মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর আহত হয়েছেন গুরুতর আরো এক বাইক আরোহী

মালদা ঃ দুটি মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর আহত হয়েছেন গুরুতর আরো এক বাইক আরোহী, আহত চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত সাতটারি এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আজ দুপুরে সাতটারি এলাকায় দুটি মোটর বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনাই দুই বাইক আরোহী গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

কর্মজীবনের ইতি টানছেন প্রধান বিচারপতি

ঢাকা ঃ দেশের ২৩তম প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ইতি টানলেন তার বিচারক জীবনের। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আদালতে শরৎকালীন ছুটি হওয়ায় বিচারক হিসেবে আজ (৩১ আগস্ট) তার শেষ কর্মদিবস। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় ও সুপ্রিম কোর্ট আইনিজীবি সমিতি এ উপলক্ষে আজ বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়ে হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী টানা ২০ মাস দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব নেয়ার পরেই তিনি বিচার বিভাগে গতিশীলতা আনার উদ্দেশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে নিম্ন আদালতে বিভাগ অনুযায়ী মামলাজট তদারকি ও পর্যালোচনার জন্য উচ্চ আদালতের আট বিচারপতির অধীনে কমিটি করে দেয়া অন্যতম। সার্বিকভাবে মামলাজট কমাতে এই কমিটিগুলো সহায়তা করে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের তথ্য অনুযায়ী দেশের সব আদালত মিলে ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৪২ লাখ ৮ হাজার ৯৮৭টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই সময়কালে নতুন মামলা দায়েরের বিপরীতে মামলার নিস্পত্তি হার বেড়েছে। তবে তার দায়িত্বকালীন সময়ে মামলা নিরসন প্রকিয়া গতিশীল হলেও রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল, ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি সহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলা নিস্পন্ন হয়নি।

অধীর চৌধুরীর সাসপেনশন উঠলো

নয়া দিল্লি ঃ বুধবার থেকেই লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর উপর থেকে সাসপেনশন তুলে নেয়া হয়েছে। লোকসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। লোকসভায় সরকারের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন বিতর্কের জবাব দিচ্ছিলেন, তখন অসংসদীয় আচরণের জন্য অধীর চৌধুরীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন সংসদীয়মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। এই অভিযোগ পাঠানো হয় স্বাধকার রক্ষা কমিটির কাছে। স্পিকারের নির্দেশ ছিল, রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত অধীর সাসপেন্ড থাকবেন বুধবার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির বৈঠক হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপির সাংসদ সুনীল কুমার সিং। বৈঠকে অধীরও ছিলেন। বৈঠকের পরে জানানো হয়, অধীর বলেছেন, তিনি কাউকে আঘাত করতে চাননি। তবে তার মন্তব্যে কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে তিনি দুঃখিত। এরপরই মতৈক্যের ভিত্তিতে ঠিক হয়, অধীরের বিরুদ্ধে সাসপেনশন প্রত্যাহারের সুপারিশ করবেন তারা। ইন্ডিয়া জোটের শরিক বিরোধী দলগুলি এর আগে এই বিষয়ে অধীরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

দিল্লি মালদা নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেসে হানা দিয়ে প্রচুর কচ্ছপ উদ্ধার করল আরপিএফ

মালদা ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, দিল্লি মালদা নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেসে হানা দিয়ে প্রচুর কচ্ছপ উদ্ধার করল আরপিএফ। জানা যায় জানা যায় আজ সকালে ১৩৪১৪ দিল্লি মালদা নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেস এর কোচ নম্বর ৭৬ হানা দেয় আরপিএফ। আরপিএফ ইন্সপেক্টর শঙ্কর রবি দাসের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার হয় ৫১ পিস কচ্ছপ। তবে যদিও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

পুনর্বাসনের আর্জি নিয়ে সাংসদের দ্বারস্থ জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন বাজার ব্যাবসায়ীরা

জলপাইগুড়ি ঃ পুনর্বাসনের আর্জি নিয়ে সাংসদের দ্বারস্থ জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন বাজার ব্যাবসায়ীরা। বুধবার জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন বাজার ব্যাবসায়ীদের এক প্রতিনিধি দল জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা.জয়ন্ত কুমার রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা জানান।এই প্রসঙ্গে ব্যাবসায়ী জয়ন্ত কর বলেন দীর্ঘ সময় ধরে মূলত শাসক দলের পক্ষ থেকে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি, বর্তমানে রেল একটি উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে, আমরাও সেই উন্নয়নের পক্ষে, তবে আমাদের ব্যাবসা করার জন্য পুনর্বাসনের আর্জি নিয়ে আজ আমরা সাংসদের দ্বারস্থ হয়েছি।অপরদিকে ব্যাবসায়ীদের এই আবেদন প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডা.জয়ন্ত কুমার রায় বলেন, আমি জলপাইগুড়ির উন্নয়ন করতে বদ্ধপরিকর,রেল স্টেশন বাজার ব্যাবসায়ীদের যে বক্তব্য সেটি নিয়ে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করবো।

১১ দফা দাবিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় স্মারকলিপি জমা নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়েজ ইউনিয়ন

কোচবিহার ঃ ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় স্মারকলিপি জমা দিলো নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়েজ ইউনিয়ন। বুধবার সংগঠনের নেতৃত্বরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার সদর দপ্তরে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি একটি স্মারকলিপি জমা দেয়।এদিনের দাবি গুলির মধ্যে অন্যতম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা যে বেসরকারিকরণের পথে এগোচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে সহ একাধিক দাবিতে এদিন তারা এই স্মারকলিপি জমা দেন।

সম্পাদকীয়

জার্মানিতে শিশুর মৃত্যুরহস্য সমাধানে ইন্টারপোল

দানিয়ুব নদীতে ভেসে এসেছিল ওই শিশুর দেহ। ব্ল্যাক নোটিস জারি করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ইন্টারপোল। ২০২২ সালে বাভারিয়া থেকে এক শিশুর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত সেই ঘটনার তদন্ত শেষ হয়নি। শিশুটির পরিচয় পর্যন্ত জানা যায়নি। এবার সেই রহস্যের সমাধানে জার্মান পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতায় নেমেছে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল। শিশুটির একটি ছবি প্রকাশ করেছে তারা। তার ওজন, শরীরের বর্ণনা দেওয়া ওই নোটিস বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ ওই

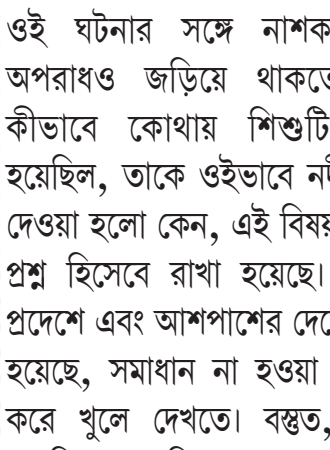

শিশুর পরিচয় জানলে যেন সরাসরি ইন্টারপোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ২০২২ সালের ১৯ মে দক্ষিণ পূর্ব বাভারিয়া থেকে ওই শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয়। দানিয়ুব নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই শিশুকে। একটি স্ল্যাবের সঙ্গে বেঁধে তাকে ভাসানো হয়েছিল। ইন্টারপোল যে নোটিস জারি করেছে, তাতে বলা হয়েছে, শিশুটির বয়স পাঁচ থেকে ছয়। ওজন ১৫ কেজির আশপাশে। মাথার চুল খয়েরি। সঙ্গে একটি গ্রাফিক্সও ছাপা হয়েছে। যেখানে শিশুটির মুখের আদল দেওয়া আছে। ১৯৫টি দেশে ইন্টারপোল কাজ করে। প্রতিটি দেশেই এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। ইন্টারপোলের বক্তব্য, ওই ঘটনার সঙ্গে নাশকতামূলক কোনো অপরাধও জড়িয়ে থাকতে পারে। কেন, কীভাবে কোথায় শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছিল, তাকে ওইভাবে নদীতে ভাসিয়েই বা দেওয়া হলো কেন, এই বিষয়গুলি তদন্তের মূল প্রশ্ন হিসেবে রাখা হয়েছে। জার্মানির বিভিন্ন প্রদেশে এবং আশপাশের দেশের পুলিশকে বলা হয়েছে, সমাধান না হওয়া মামলাগুলি নতুন করে খুলে দেখতে। বস্তুত, শিশুটির শরীর কতদিন জলে ছিল, তাও এখনো পরিষ্কার নয়। জার্মানির ওই ঘটনা সে সময় রীতিমতো চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিল। ইন্টারপোল মামলাটি হাতে নেওয়ায় তা নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পুলিশের একাংশের সন্দেহ, ওই শিশুটিকে পাচার করা হচ্ছিল। তবে এবিষয়েও নির্দিষ্ট কোনো তথ্য এখনো ইন্টারপোলের হাতে আসেনি।

বাজির 'কেরামতিতে' পুঁজি নারী ও শিশুশ্রম

দত্তপুকুরের মেচপোল গ্রামের নারীরা বাজি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এখানকার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই ব্যবসা। একাধিক পর্যায়ে বাজি বানানোর কাজ হতো। মূলত আলু বোমা তৈরি হতো এখানে। পাথরকুচির সঙ্গে মশলা মিশিয়ে যে পুরিয়া তৈরি করা হতো, তা জরি দিয়ে মুড়তেন গ্রামের নারীরা। এ কাজে মাথাপিছু কমপক্ষে দুইশ টাকা দৈনিক রোজগার হতো। গ্রামবাসী জানিয়েছেন, এই এলাকার ঘরে ঘরে নারীরা এই কাজকে কর্মসংস্থান হিসেবে নিয়েছিলেন। তাই বাজি কারখানার বিপদ আছে জেনেও তেমন জোরদার বিরোধিতা দেখা যায়নি।

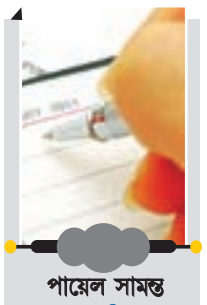

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

সঙ্গে নাবালকরাও

এই গ্রামের ইটভাটায় বাজির কারখানা চলতো। তার সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রাসায়নিক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা। বাজি তৈরির কাজে শিশু ও নারীরাই ছিল প্রধান শ্রমিক। অনেক নাবালক শ্রমিক এই কাজে যুক্ত ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। নামমাত্র দিনমজুরিতে এরা বিপজ্জনক কাজ করতো দিনের পর দিন। অনেকে স্কুল শেষ করে এই কারখানায় আসতো। কেউ বা এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল, পরিবারে রোজগার করার মতো কেউ না থাকায়। এছাড়া মুর্শিদাবাদ থেকে বড় সংখ্যায় শ্রমিক এখানে আসতেন বাজির কাজ করার জন্য। মুর্শিদাবাদের জিরাত শেখ এই ব্যবসার অন্যতম অংশীদার।

জীবনের অধিকার

নারী, শিশু ও অন্যান্যদের সামান্য মজুরিতে কাজ করানোর এই প্রবণতা বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিশেষত কর্মসংস্থানের অভাব তীব্র হয়ে ওঠায় শ্রম অত্যন্ত সুলভ হয়ে উঠেছে। লঙ্ঘিত হচ্ছে জীবন ও জীবিকার অধিকার।

সাধারণ মানুষের অধিকার আন্দোলনের কর্মী, এপিডিআর-এর রাজ্য সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, ''দুইশ টাকায় একটা মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের রাজনীতিকরা নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঘুরে বেড়ান। জনতার সুরক্ষা নেই। এতে জীবন ও জীবিকার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। রাজ্য বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রয়েছে। তারা শুধু কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে তৎপর।

কেরামতের 'কেরামতি'

দত্তপুকুর বিস্ফোরণে 'নাটের গুরু' ধরা হচ্ছে কেরামত আলিকে। এর আগে সে এই থানা এলাকাতেই বাজির কারখানা খুলেছিল। সেখানে একবার বিস্ফোরণও হয়। তাতে দুজন মারা যায়। কিন্তু সেবার পুলিশি ঝামেলার পড়তে হয়নি কেরামতকে। তারপর মেচপোল গ্রামে বাজির কারখানা চালু করে সে। বাজি কারখানায় তল্লাশি চালিয়ে একাধিকবার কেরামতকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। যদিও পরে সে ছাড়া পেয়ে যায়।কেরামতের পাশাপাশি এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে আরো বড় এক ব্যবসায়ী নাম উঠে আসছে। তার নাম আব্দুল মহিত। তিনি কেরামতের বাজির ব্যবসায় টাকা ঢেলেছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

বিস্ফোরণে নিহত কেরামতের দুই স্ত্রীর মুখ থেকে ভিন্ন ধরনের বয়ান উঠে আসছে। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে কেরামতের সঙ্গে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান রবিউল আলিও মারা গিয়েছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দাবি, আগে মাটি কাটার কাজ করতো তার স্বামী। পরে বাজি ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সে তার বড় ছেলেকেও এই কাজে যুক্ত করে।

যদিও কেরামতের দ্বিতীয় স্ত্রীর বক্তব্য ভিন্ন। তিনি বলেছেন, বাজি কারখানা সঙ্গে কেরামতের কোনো যোগ ছিল না। সে পুকুরে মাছ চাষ করতো। তা হলে বিস্ফোরণের সময় ঘটনাস্থলে কী করছিল কেরামত? দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলেছেন, রবিউলকে টাকা দিতে সেখানে যায় আমার স্বামী। তখন বিস্ফোরণে দুজনেই মারা গিয়েছে।

তবে শুধু আলু বোমা নয়, নীলগঞ্জে বেশি তীব্রতার বোমাও তৈরি হতো বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এনআইএ এবং ফরেনসিক ল্যাবরেটরির প্রতিনিধিরা আলাদা আলাদা ভাবে এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এনআইএ-র তদন্তকারীরা কথা বলেছেন গ্রামবাসীর সঙ্গে। সূত্রের খবর, কম তীব্রতার বিস্ফোরক মজুত ছিল এখানকার বাজি কারখানায়। কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিকের উপস্থিতি ও অস্থায়ী 'গবেষণাগার' খুঁজে পাওয়ায় সন্দেহ বেড়েছে। এখানে কি উচ্চ তীব্রতার বিস্ফোরকও তৈরি হতো? ফরেনসিক রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু নিশ্চিত করে বলছেন না তদন্তকারীরা।

বাইডেন-পুটিনের যোগাযোগে এখন কোন হটলাইন?

মার্সেল ফ্যুয়রস্টেনাউ

হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের জন্য ১৯৬৩ সালে একটি হটলাইন চালু করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে দুই পক্ষ কীভাবে যোগাযোগ করছে, সে ব্যাপারে বেশি কিছু জানা যায় না।

১৯৬২ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছিল। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব ছিল মাত্র ১৮০ কিলোমিটার। তাই যুক্তরাষ্ট্র হুমকি অনুভব করে নৌ অবরোধ আরোপ করেছিল।

এরপর মার্কিন একটি বিমান গুলি করে ভূপতিত করা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আশঙ্কা করেছিল বিশ্ব। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ রেডিও মস্কোতে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, কিউবা থেকে পারমাণবিক অস্ত্র সরিয়ে নেয়া হবে। এই ঘোষণায় পুরো বিশ্বে স্বস্তি ফিরেছিল।

এই ঘটনার পর দুই পক্ষই নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরির অংশ হিসেবে সরাসরি যোগাযোগের কথা ভাবতে শুরু করে। পরে ১৯৬৩ সালের ৩০ আগস্ট একটি হটলাইন চালু হয়। 'লাল টেলিফোন' নামে এটি পরিচিতি পেলেও এটি আসলে টেলিফোন ছিল না। এটি ছিল একটি টেলেক্স মেশিন, যেটাতে করে বার্তা পাঠানো যেত। ঐ সময়েই এই যন্ত্রটির ব্যবহার কমে আসছিল। ''তবে টেলিফোনের মতো এটিতে আঁড়ি পাতা যেত না,'' বলে জানান ইতিহাসবিদ ব্যার্ন্ড গ্রাইনার। এটি দুই পরাশক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ''তারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যে অন্য কোনো পক্ষ, তা সে যেই হোক না কেন, যেন তাদের যোগাযোগ শুনতে না পারে,'' বলেন গ্রাইনার।

ঐ টেলেক্স মেশিন ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পাঠানো প্রথম পরীক্ষামূলক বাক্যটি ছিল এরকম "The quick brown fox jumped over the lazy dog ১২৩৪৫৬৭৮৯০.'' এই বার্তার কোনো গুরুত্ব ছিল না। তবে ঐ বাক্যে ইংরেজি সব অক্ষর ও নম্বর ব্যবহার করা হয়েছিল।

বার্লিন সেন্টার ফর কোল্ড ওয়ার স্টাডিজের সাবেক প্রধান গ্রাইনার বলেন, ''বিশ্বকে আশ্বস্ত করার জন্য এটি (হটলাইন) একধরনের বাহ্যিক সংকেত ছিল যে, তারা দ্বিপাক্ষিক জরুরি যোগাযোগের মূল্য বুঝতে পেরেছিল এবং তারা ১৯৬২ সালের সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি আর তৈরি হতে দিতে চায় না।'' তবে এই টেলেক্স মেশিনটি খুব বেশি ব্যবহার করা হয়নি। ''শুধু পরীক্ষা করার জন্য মেশিনটি কয়েকবার চালু করা হয়েছিল, তবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়নি,'' বলে জানান গ্রাইনার। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল ও আরব দেশগুলোর মধ্যে ছয় দিনের যুদ্ধ এবং ১৯৭৩ সালে ইওম কিপুর যুদ্ধের সময় নেতারা টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন।

১৯৮৯ সালের বার্লিন প্রাচীর পতন ও ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে হটলাইন থাকার বিষয়টি বাহুল্য হয়ে পড়েছিল।

এছাড়া প্রযুক্তির উন্নতির কারণে দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম চলে এসেছে। কয়েক দশক ধরে ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যোগাযোগ হয়েছে।

কেউ একজন ভাবতে পারেন, ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর হয়ত 'লাল টেলিফোন' বেজে উঠেছিল। ''আমরা জানি না,'' বলেন গ্রাইনার। ''এ ধরনের যোগাযোগের কথা সাধারণত প্রকাশ করা হয় না।''

গ্রাইনার বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে কয়েকবার টেলিফোনে কথা বলেছেন বলে জানা যায়। বর্তমান ইউক্রেন যুদ্ধে হটলাইন কোনো সহায়ক হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন তিনি। গ্রাইনার বলেন, ''সমস্যা হচ্ছে, দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও কূটনীতিকদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ ছিল তা কার্যত ভেঙে গেছে। সেখানে এখন এক ধরনের নীরবতা বিরাজ করছে। এটিই স্নায়ুযুদ্ধের চরম পর্যায়ের পরিস্থিতি থেকে বর্তমানের পরিস্থিতিকে আলাদা করে, কারণ তখন অন্তত দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে হটলাইন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।''

রাশিয়ার ছয় জায়গায় ড্রোন হামলা ইউক্রেনের

স্কভে ড্রোন হামলায় চারটি সামরিক ট্রান্সপোর্ট প্লেন ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া ক্রাইমিয়াসহ পাঁচ জায়গায় ড্রোন হামলা।

রাশিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্কভে সাময়িকভাবে বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। এছাড়া ব্রায়নস্ক, কালুগা, ওরলয়, রিয়াজান ও ক্রাইমিয়ায় ড্রোন হামলা হয়েছে। এস্তোনিয়া ও লাতভিয়ার সীমান্তের কাছে স্কভে ড্রোন হামলায় চারটি আইএল ৭৬ সামরিক পরিবহন বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্কভের গভর্নর জানিয়েছেন, বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করার পর তা আবার চালু হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবার থেকে আবার বিমান চলাচল শুরু হবে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, এই হামলার উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে। এরপরই কিয়েভের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে রাশিয়া। ইউক্রেনেরতরফ থেকে এখনো এই ড্রোন হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি। তারা এনিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

ডিডাব্লিউ-র সাংবাদিক মিখাইল বুশুয়েভ লিখছেন, মস্কোর আকাশসীমায় প্রায়ই ইউক্রেনের ড্রোন হামলা হচ্ছে। ফলে এই আকাশসীমা আর নিরাপদ নয়। মনে হচ্ছে, যুদ্ধের কৌশল বদল করা হচ্ছে।

ইসরায়েলের সামরিক বিশেষজ্ঞ সের্গেই মিগদাল ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ইউক্রেন আর শুধু রাশিয়ার আক্রমণ ঠেকানোর কাজ করছে না। বরং পাল্টা আক্রমণও করছে।'' ইউরোপীয় কাউন্সিলের ড্রোন বিশেষজ্ঞ ইউরিকে ফ্র্যাংকে বলেছেন, ''এই হামলা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, যুদ্ধ এবার রাশিয়াতেও হবে।'' মিগদাল মনে করেন, ''রাশিয়ার উপর চাপ অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে মস্কোয় তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করার ব্যাপারে চাপ অনেকটাই বাড়লো।''

জানা অজানা

কর্ণাটকে পরিবারের নারী প্রধানকে দুই হাজার টাকা

কর্ণাটকে চালু হলো রাজ্যের ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে দামি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। প্রতি মাসে পরিবারের প্রধান মেয়েরা পাবেন দুই হাজার টাকা। ক্ষমতায় আসার একশ দিন পূর্তিতে প্রতিশ্রুতি রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। বুধবার মাইসুরুতে শুরু হলো গৃহলক্ষ্মী প্রকল্প। পরিবারের নারী প্রধানরা প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা পাবেন। ভোটের সময় এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে দ্রুত এই প্রকল্প চালু হবে। কথা রেখেছে কংগ্রেস। খাড়গে ও রাহুলের উপস্থিতিতে এই প্রকল্প চালু করা হলো। বুধবারের মধ্যেই এক কোটি আট হাজার নারী-প্রধানের অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পৌঁছে গেছে। বাকিদের অ্যাকাউন্টে বৃহস্পতিবার এই টাকা ঢুকে যাবে। যে সব নারীরা জিএসটি বা আয়কর রিটার্ন ফাইল করেন না, তারা প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে পাবেন। পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেছেন। সেখানে রাজ্যের মেয়েদের প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা করে দেয়া হয়। কর্ণাটকে দেয়া হচ্ছে দুই হাজার টাকা করে। মাইসুরুতে এই প্রকল্পের প্রতীকী উদ্বোধন হয়। দশজনের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢোকে। রাহুল গান্ধী বলেন, ''গোটা কর্ণাটক থেকে মেয়েরা এখানে এসেছেন। আমি তাদের স্বাগত জানাচ্ছি।''

নারীরা এই প্রকল্প শুরু হওয়ায় রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ছিলেন। এক নারী জানিয়েছেন, ''আমি খুবই খুশি। আমি আমার মেয়ের স্কুলের ফি দিতে পারব।'' আরেক নারীর বক্তব্য, ''নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হচ্ছে। আমার ওষুধের জন্য ছেলের কাছে হাত পাততে হবে না।'' কর্ণাটকের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী লক্ষ্মী হেব্বালকর বলেছেন, আধার কার্ড ও রেশন কার্ড চেক করে দেখা হয়েছে, ওই নারীরা আয়কর বা জিএসটি দেন না। তারপর কুটুম্বা সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেখা হয়েছে, এর মধ্যে কোনো জালিয়াতি যাতে না হয়। একই বাড়ি থেকে দুই নারী যেন এই টাকা না পান। মন্ত্রী জানিয়েছেন, যারা মারা গেছেন তাদের রেশন কার্ডও নিয়ে নেয়া হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা মনে করেন, কর্ণাটকে তারা প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। যারা এই অর্থ পাবেন, তারা লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দেবেন বলে তারা মনে করছেন।

সাময়িকী

এলিস স্প্রিং, ফার্স্ট নেশনস আর সম্ভাবনার গল্প

ফার্স্ট নেশনস অস্ট্রেলিয়া রাইটার্স নেটওয়ার্কের (ফুওন) আমন্ত্রণে আমরা অস্ট্রেলিয়ার এলিস স্প্রিং গিয়েছিলাম ১৭ আগস্ট। আইইউবির সহকারী অধ্যাপক বরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা ও আমি। বরেন ত্রিপুরা ভাষার কবি ও সাহিত্যিক।

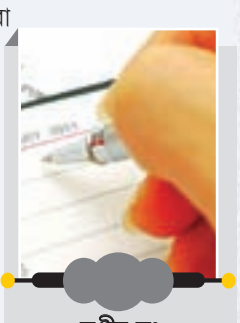

সঞ্জীব দ্রং
কলামিস্ট

তিন দিনের সম্মেলন ১৮ থেকে ২০ আগস্ট। প্রথম দিন কবিতা পাঠের আসর বসেছিল এলিস স্প্রিংয়ের একটি হলরুমে। অতি সাধারণ মঞ্চ। চারপাশে বসে, দাঁড়িয়ে, কফি শপে হেলান দিয়ে, এমনকি মেঝেতে বসে কবিতা শুনেছেন অনেক শ্রোতা, যাঁরা অনেকে বয়সে তরুণ, মাঝবয়সী এবং অনেকে বৃদ্ধ, যাঁদের ওরা বলে এলডারস। প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। কারও বই বেরিয়েছে, কেউ বই প্রকাশের অপেক্ষায়, আবার কেউ সাহিত্য বা কবিতার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন-এমন সব মানুষ। এসব মানুষের ভিড়ে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত আমরা দুজন তাঁদের ভাষায় 'ইন্টারন্যাশনাল ডেলিগেটস'। অস্ট্রেলিয়ায় তরুণ কবির দল প্রেম, বিচ্ছেদ, বেদনা, আনন্দ, দ্রোহ, চিৎকার আবার আবেগজড়ানো কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

অন্যদিকে, বয়স্ক লেখকেরা কিছুটা কোমল সুরে আবৃত্তি করছেন। এসব কবিতার বেশির ভাগ ইংরেজিতে। অতি অল্প অ্যাবরিজিনাল পিপল বা ফার্স্ট নেশনস ভাষায়। ফার্স্ট নেশনস ভাষার কবিতা হারিয়ে যাওয়ার কারণ হলো, ৬০ হাজার বছর আগের এই প্রাচীন জাতি ইতিহাসের নানা পথপরিক্রমায় ভূমিসহ অনেক কিছু হারিয়েছে।

শুরুতে কয়েকটি আবৃত্তি শুনে আমি ভেবেছিলাম, তাঁদের কবিতাজুড়ে বোধ হয় শুধুই যন্ত্রণা, ভূমি, আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতি হারানোর দুঃখ আর হাহাকার ফুটে উঠবে। কিন্তু না। আমি শুনলাম, তাঁরা আবৃত্তি করছেন, 'মাই কান্ট্রি সিংস সং।' তাঁরা আশা ও স্বপ্নের কথা বলেন। আমাদের জন্য কবিতার একটি বই দেওয়া হলো। বইয়ের নাম কুরাকা। বইয়ে 'কান্ট্রি' শিরোনামে একটি কবিতা দেখলাম। কবি ব্রেন্ডা গিফোর্ড। ছোট্ট কবিতা। তিনি লিখেছেন, 'দেশ আমার কাছে সংগীতের মতো, তাই আসুন সবাই মিলে গান গাই।'

কবিতা পাঠের আয়োজন পরিচালনা করেছেন ফুওনের চেয়ারপারসন হেনরি ইভেট হল্ট। অতি সহজসরল ও প্রাণবন্ত সঞ্চালনা। মঞ্চের পাশে ব্যানারে লেখা, 'ইউ আর নট জাস্ট রিলেটেড টু পিপল, ইউ আর রিলেটেড টু দ্য কান্ট্রি। অ্যান্ড ইউ লুক আফটার দ্যাট কান্ট্রি দ্যাট ইউ আর রিলেটেড টু জাস্ট অ্যাজ ইউ লুক আফটার দ্য পিপল।' উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে ড. এম কে টার্নারের কথা থেকে। আমি এই কথাগুলোর বাংলা অনুবাদ করলাম না হয়তো এর ভেতরের আবেগ ও অনুভূতি সঠিকভাবে বোঝাতে পারব না বলে।

আমরা যে ফার্স্ট নেশনস অস্ট্রেলিয়া লেখক সম্মেলনে এসেছি, এখানে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগ সাদা মানুষ। তাঁরা তৃতীয় থেকে পঞ্চম প্রজন্মের অ্যাবরিজিনাল পিপল। তাঁরা মেধাবী ও নানা দিকে প্রতিষ্ঠিত। কেউ এসেছেন মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি থেকে, কেউ সিডনির ইউনিভার্সিটি থেকে, কেউ অ্যাডিলেড বা ব্রিসবেন থেকে। কেউ ফিল্ম তৈরি বা মিডিয়া, কেউ প্রকাশনা ও অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

ব্রিসবেন থেকে এসেছেন একটি মেয়ে। তিনি উপন্যাস লিখছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস বেরোবে আগামী বছর। তিনি খুব রোমাঞ্চিত। তাঁর নাম আঞ্জি ফে মার্টিন। তিনি আমাকে বলেছেন, ১৪ বছর সরকারি চাকরি করে এখন লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাবরিজিনাল বা ফার্স্ট নেশনদের গল্প, বিশেষ করে জীবনী গল্প এখন প্রকাশনাজগতে জনপ্রিয় ও দামি। এই অনুষ্ঠানে এসে আমার মনে হলো, একটি উন্নত দেশে উন্নত সংস্কৃতির মধ্য থেকে সাহিত্য ও কাব্য রচনা আর সৃজনশীল কাজ কত গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দদায়ক।

সব মিলিয়ে চার দিন ছিলাম এলিস স্প্রিংয়ে ফার্স্ট নেশনস মানুষের সঙ্গে। তাঁদের কথা বলার ধরন ও সংগ্রাম, পিনপতন নীরবে অন্যের কথা শোনার সংস্কৃতি, হাস্যরসের সময় স্বতঃস্ফূর্ত মেতে ওঠা আর নীরব শ্রোতা হয়ে যাওয়া, অন্যের মতামতকে সম্মান জানানো ও প্রশংসা করা, অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতা, কবি ও লেখকদের উন্নত চিন্তা ও মূল্যবোধ-সব মিলিয়ে অন্য রকম ভালো লাগা ও শিক্ষা কাজ করেছে আমার মধ্যে। শত বছরের অবিচার ও বঞ্চনার মধ্যেও সম্ভাবনার দিগন্তরেখা উন্মোচিত হচ্ছে অ্যাবরিজিনালদের জন্য।

২০০৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেভিন রুড পার্লামেন্টে সমগ্র জাতির পক্ষে 'অতীতের ভুল আচরণের জন্য' অ্যাবরিজিনাল পিপলদের কাছে ক্ষমা চান। ফার্স্ট নেশনদের উন্নয়নের জন্যও রাখা হয়েছে বিশেষ বরাদ্দ আর নতুন পরিকল্পনা। লেখাটি শেষ করা যাক কুয়ান্টাস ফ্লাইটের ঘটনা দিয়ে। সিডনি থেকে ১৭ আগস্ট যাত্রা করি এলিস স্প্রিংয়ের উদ্দেশে। ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটের ফ্লাইট। দুপুরে যখন ল্যান্ড করবে ফ্লাইট, তখন পাইলট যে ঘোষণা দিলেন, তা এ রকম, 'সম্মানিত যাত্রীরা, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে অবতরণ করব এলিস স্প্রিংয়ের ভূমিতে, যা এখানের আরুন্ডা আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি।' পরে আমি জেনেছি, অস্ট্রেলিয়ায় বড় কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে তা সরকারি বা বেসরকারি যাই হোক, ফার্স্ট নেশনস পিপলদের পূর্বপুরুষের অবদান ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো হয়। চার দিন পর যখন এলিস স্প্রিং থেকে ডারউইনের ফ্লাইট ধরি, তখনো ল্যান্ডিংয়ের সময় পাইলট ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা ল্যান্ড করছি লারাকিয়া ফার্স্ট নেশনদের ঐতিহ্যগত ভূমিতে।

এই স্বীকৃতি যতই আনুষ্ঠানিক হোক, ক্ষুদ্র হোক, এতে শত বছরের বঞ্চনা ও নিপীড়নের যে ক্ষত সমাজ বয়ে বেড়ায়, তাদের জন্য কোনো অংশেই সামান্য নয়। এভাবেই জগতে সমাজে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের ২.৬৩ কিলোমিটারের দীর্ঘতম মালিগাঁও এর নীলাচল সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সেতু নির্মাণের জন্য কাগজে পত্রে ৩৫ মাস সময় উল্লেখ থাকলেও ২০২১ সালের ১০ মে এর পর থেকে বাস্তবে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত প্রায় তিন বছর ধরে গুয়াহাটির যে কোনো স্থান থেকে আদাবাড়ি কিংবা মালিগাঁও যাবার কথা শুনলেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে যেতেন মহানগরবাসী। এমনকি যাতায়াতের জন্য সাধারণ মধ্যবিত্তের মানুষের নাগালে থাকা অটো কিংবা উবের ওলা ক্যাব পর্যন্ত মালিগাঁও যাওয়ার নাম শুনলে হয় যেতে অস্বীকার করত অথবা ভাড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। অর্থাৎ যানজটের বীভৎস চিত্র তুলে ধরা আদাবাড়ি কিংবা মালিগাঁও এলাকা এবার সম্পূর্ণ ভাবে যানজট থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কারণ রাজ্যের ২.৬৩ কিলোমিটারের দীর্ঘতম মালিগাঁও এর নীলাচল সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এটাকে সাধারণ জনতার নামে উৎসর্গ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মোট ৪২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্মাণ করা এটা মহানগরের ২০ তম উড়ালপুল।

অবশেষে উদ্বোধন করা হয়েছে মালিগাঁও চারালি, কামাখ্যা গেট এবং পান্ডু ঘাট সংযোগকারী মালিগাঁও এর নীলাচল সেতু। এর মাধ্যমে মূলত আদাবাড়ি কিংবা মালিগাঁও এলাকা ব্যাপক যানজট থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ২.৬৩ কিলোমিটারের দীর্ঘতম মালিগাঁও এর নীলাচল সেতুর ফলে ৩১ নম্বর এবং ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সুচল করে তুলবে। তাছাড়া মহানগরের সঙ্গে উত্তর গুয়াহাটির সংযোগের ক্ষেত্রেও এই নবনির্মিত উড়ালপুল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এই সেতুর মাধ্যমে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা পাবেন মহানগরবাসী। ২০২০ সালের অক্টোবরে এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।মালিগাঁও এর নীলাচল সেতু নির্মাণের জন্য মোট সময় হিসাবে কাগজে পত্রে ৩৫ মাস উল্লেখ থাকলেও ২০২১ সালের ১০ মে রাজ্যে

নতুন বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে বাস্তবে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী মহানগরের কামাখ্যা গেটে বুধবার রাখি পূর্ণিমার দিন বিকেল ৪ টা ৪০ মিনিটে ফিতা কেটে, নারিকল ভেঙ্গে মালিগাঁও এর নীলাচল সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে নিজের স্ত্রী এবং পুত্র ছাড়াও মন্ত্রী অশোক সিংহল, গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, বিধায়ক অতুল বরা, বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা, মেয়র মৃগেন শরণীয়া প্রমুখ তার পাশে ছিলেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী অশোক সিংহল এবং মেয়র মৃগেন শরণীয়া উড়ালপুরের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে সেতুর শেষ সীমানায় এসে উপস্থিত হন। মালিগাঁও চারালি সেতুর নিচে অস্থায়ীভাবে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় ডিজিপি জিপি সিংহ, পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা, স্বশাসিত পরিষদের চেয়ারম্যান তুলিরাম রংহাং সহ সাংসদ এবং বিধায়করা অংশগ্রহণ করেন।

উড়ালপুলের উপর দিয়ে হেঁটে পার ভয়ে সভায় উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অত্যন্ত মাঙ্গলিক দিনে এই উড়ালপুলের উদ্বোধন করা হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দোয়ার মুখ হতে চলেছে। ফলে মহানগরের উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন আদাবাড়ি কিংবা মালিগাঁও এলাকা অত্যন্ত ব্যস্ততাপূর্ণ হওয়ার জন্য এখানে একটি উড়ালপুলের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কামাখ্যা মন্দির, কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন, উত্তরপূর্ব রেলের সদর কার্যালয়, পান্ডু ঘাট তথা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে এই এলাকা অত্যন্ত ব্যস্ততা পূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০২০-২১ সালে সরকার এই এলাকায় একটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু ব্যস্ততাপূর্ণ এলাকায় সেতু নির্মাণ করা একটি প্রত্যাবান হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। কিন্তু অবশেষে সেটা অতিক্রম করে এই নতুন উড়ালপুলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই উড়ালপুলের ক্ষেত্রে ৩৭২ টি পাইল, ৫৫ টি পাইল ক্যাপ, ১৩ টি ওপেন ফাউন্ডেশন নির্মাণ করা হয়েছিল। তাছাড়া এই সেতু নির্মাণে ১৮ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট, ২০ হাজার কিউবিক মিটার বালু, ৩১ হাজার কিউবিক মিটার অন্যান্য সামগ্রী, ৭৫৩০ মেট্রিক টন স্টিল, ৯৯৩০ মেট্রিক টন স্ট্রাকচারেল স্টিল ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য মালিগাঁও এর নীলাচল সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায় ১৫০০ শ্রমিক জড়িত ছিলেন। চারলেন যুক্ত এই সেতুর প্রস্থ ১৬.৬ মিটার। ৫৯ খুটা কিংবা পিলার থাকা এই উড়ালপুলে রয়েছে ২১০ লাইট। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলেও বিমানবন্দর থেকে কামাখ্যা মন্দিরে সরাসরি যাওয়ার ক্ষেত্রে থাকা পরিকল্পনা এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। ফলে ধারাপুর হয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য একটি নতুন সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। সেটাকে সংযোগকারী ধারাপুর চারালিতে একটি ছয়লেন যুক্ত উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া দীপর বিলের মুখে এলিভেটেড রোটারি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সেখান থেকে জালুকবাড়ি পৌঁছানোর আগে ব্রহ্মপুত্রের উপর আরেকটি সেতু নির্মাণ করে সেই রাস্তা ধরে পান্ডু ঘাট হয়ে কামাখ্যা মন্দিরে পৌঁছাতে মাত্র ২০ মিনিট সময় লাগবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

চাকরির শপিং মল খুলেছে বিজেপি সরকার অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসের

বাজপেয়ি ভবনের নিযুক্তি কেলেঙ্কারির বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সরষে ভূত। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার পদ্ধতিতে নিযুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ঘোষণা করেছিলেন সেই ঘোষণা বিজেপির একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাকর্মী ভুয়া বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। রাজ্যের বিজেপি সরকার চাকরির শপিং মল খুলেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে শাসকদলের মুখ্য কার্যালয়কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। প্রসঙ্গত রাজ্য বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনা এবং এই সংক্রান্তে তদন্ত শুরু করার পর শাসকদলের একাংশ নেতার চাকরির দালালির নামে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার ঘটনা খোলাসা করতে সক্ষম হয়েছে মহানগর পুলিশ। এরপরে রাজ্যের বিরোধীপক্ষ বিশেষ করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস শাসক দলের বিরুদ্ধে অনবরত ভাবে আক্রাত্মক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের নেতারা নিয়মিতভাবে শাসকদলের সমালোচনা করার পাশাপাশি বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি উত্থাপন করছেন। একই সঙ্গে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ করার ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়া বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে বিরোধীপক্ষ। এই ধারা অব্যাহত রেখে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তৎপর হয়ে উঠেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। গুয়াহাটি মহানগরের জিএস রোড স্থিত প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনে বুধবার আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন ইতিমধ্যে চাকরির নামে অর্থ সংগ্রহ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে একাংশ বিজেপি নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। দুঃখজনকভাবে কৃষক মোর্চার নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদার আত্মহত্যার মত পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। অভিমুন্য দাসের মতো শাসক দলের নেতার বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। তাছাড়া এই নেতাকে গ্রেফতার করতে অসম পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন চাকরির এই দুর্নীতির সঙ্গে আরএসএসের নেতা তথা বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ি ভবনের কার্যালয় সম্পাদক শান্তনু পূজারীর নাম উত্থাপিত হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত দীবন ডেকা, অনুরাগ চলিয়া, তৃষ্ণা শর্মা প্রমুখ বিজেপির উপরের মহলের নির্দেশে তারা চাকরি প্রার্থী থেকে অর্থ সংগ্রহ করার কথা প্রকাশ করেছেন এবং উপরের মহলের সেই বিজেপি নেতা কে সেটা আজও অসমের সাধারণ মানুষ জানতে পারেননি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন উপরমহল অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে বিজেপির কোনো মন্ত্রী, বিধায়ক কিংবা নেতা জড়িত হয়ে থাকার কথা সন্দেহ করা হচ্ছে। এই সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব রয়েছে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর। অর্থের বিনিময়ে বিজেপির এই দুষ্টচক্র এই চাকরির বাজার অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। এর জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বাজপেয়ি ভবন থেকে অব্যাহত থাকা চাকরির বাজারের এই দুর্নীতি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার দাবি উত্থাপন করছে বলে জানান মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেন এই ঘটনা সঙ্গে শান্তনু পূজারী, অসীম চক্রবর্তী, রেখান্ত দাস, তৃষ্ণা শর্মা প্রমুখদের নাম জড়িত হয়ে পড়েছে। নিযুক্তি কেলেঙ্কারিতে জড়িত বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে তদন্তের আওতায় না আনলে অসমের লক্ষ লক্ষ বেকারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলে খেলা করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে এই দাবি উত্থাপন করা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে কে কে জড়িত হয়ে রয়েছেন সেই কথা রাজ্যবাসীর জানার অধিকার রয়েছে। বেকারদের নিযুক্তির নামে সরকার পরীক্ষা আয়োজন করে ইন্টারনেট কর্তন করা, সিসিটিভি লাগানো, প্রার্থীদের একটি জেলা থেকে অন্য জেলায় পাঠানো ইত্যাদিতে হাবুডুবু খেয়েও সাধারণ মানুষ আশা করেছিলেন এবার কিছু একটা ইতিবাচক হবে। কিন্তু শেষে সরষে ভূত পাওয়া গেল। এই ভূত কে সেই কথা মুখ্যমন্ত্রী ভালো করে জানেন। তাছাড়া একথা সাধারণ রাজ্যবাসীকে তিনি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে জানানোর জন্য কংগ্রেস সম্পূর্ণ চাকরি কেলেঙ্কারির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করছে বলে উল্লেখ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা কার্যালয় নির্মাণের থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহরণে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির

বিজেপি শাসনকালে সিলিন্ডারের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য দেশ প্রথম, দল দ্বিতীয় এবং ব্যক্তি তৃতীয়। কিন্তু কংগ্রেসের জন্য ব্যক্তি সর্বোচ্চ। এর ফলে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা কার্যালয় নির্মাণের থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহরণে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় এবং পংকজ বরবরা। শাসক দলের মুখপাত্ররা জানান কংগ্রেসের সরকারে ব্যাপকভাবে গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই তুলনায় বিজেপি শাসনকালে সিলিন্ডারের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় এবং পংকজ বরবরা বলেন ঘরুয়া সিলিন্ডারের মূল্য ২০০ টাকা হ্রাস করা এবং উজালা যোজনা প্রকল্পের হিতাদিকারীদের ক্ষেত্রে সিলেন্ডারের মূল্য সর্বমোট ৪০০ টাকা হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করা সিদ্ধান্তের স্বাগত জানানো হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় বলেন কংগ্রেস সরকার আমলে সাবসিডি না থাকা সিলিন্ডারের মূল্য ১২৪১ টাকা ছিল। অর্থাৎ ১২ মাসে ১২ টি সিলিন্ডারের দাম হতো ১৪৮৯২ টাকা। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের দিনে সাবসিডি না থাকা সিলিন্ডারের মূল্য ছিল ১১০৩ টাকা। যেটা বর্তমান ৯০৩ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১২ টি সিলিন্ডারের খরচ ১০৮৩৬ টাকা বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় বলেন এক সময় সাবসিডি না থাকা সিলিন্ডার বছরে ছয়টি ছিল। ফলে না ঘুমিয়ে ভোর তিনটা থেকে লাইন ধরে সিলিন্ডার কিনতে হতো। বছরে প্রয়োজনীয় অন্য ছয়টি সিলিন্ডার ১৫০০-২০০০ টাকা দিয়ে কালো বাজার থেকে কিনতে বাধ্য হতেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু বিজেপি সরকারের দিনে গ্যাস সিলিন্ডার বাবদ খরচ বহু পরিমাণ কমে গেছে। সাবসিডি না থাকা সিলিন্ডারে কংগ্রেসের তুলনায় বিজেপির সময় বছরে ৪০৫৬ টাকা কম বলে জানান তিনি। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র পংকজ বরবরা বলেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহরণে ব্যস্ত থাকার ফলে দলের কার্যালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে সময় পাননি। গুয়াহাটি মহানগরের অধিকাংশ এলাকায় কংগ্রেস নেতারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির পাহাড় গড়েছেন। কংগ্রেস অসমে ১৫ বছর শাসনে থাকার পাশাপাশি কেন্দ্রেও শাসনে ছিল। এই পরিস্থিতিতে দলের কার্যকর তাদের জন্য একটি কার্যালয় নির্মাণ করতে না পারা অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা। এর জন্য দলের শীর্ষ মহল তৃণমূল কার্যকর্তাদের থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি লজ্জিত হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা নিজের দলের কার্যকর্তাদের সমালোচনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ের বিরুদ্ধে ভুয়া প্রচার চালাচ্ছেন। বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়ার মতো প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা দিল্লিতে গেলে অসম ভবনে না থেকে দিল্লির বিলাস বহুল পঞ্চ তারকা যুক্ত হোটেলে থাকেন। সেই পঞ্চ তারকা যুক্ত হোটেলে কি ঘটে সেটা দেবব্রত শইকীয়ার মতো নেতারা জানবেন বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র পংকজ বরবরা। বিজেপির রাজ্য কার্যালয় সম্পর্কে কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া করা মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন এল ওসি এসকার্ড শইকীয়া আজও মামলা সংক্রান্তে সিবিআই কোর্টে আসা যাওয়া করেন। ফলে এহেন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার বিজেপিকে সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার নেই। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র পংকজ বরবরা বলেন বিজিবি কার্যালয় মহিলার সুরক্ষা নিয়ে কংগ্রেস দলের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। দেবব্রত শইকীয়া পঞ্চতরাকে যুক্ত হোটেলে কি করেন সেটা জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায়। তিনি বলেন কংগ্রেস নেত্রী ববিতা শর্মা মি টু অভিযোগ আনার পর দলের শীর্ষ মহল কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস দলের অভিষেক মনু সিংভি, ওয়াজেদ আলী চৌধুরী, অপূর্ব ভট্টাচার্যের মতো শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ থাকার পর কংগ্রেস এক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া পরিলক্ষিত হয়নি। বিজেপি সরকারের দিনে বেকাররা স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার ভাবে সরকারি চাকরি পেতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের দিনে প্রতিটি নিযুক্তিতে হাইকোর্টের নির্দেশ দিতে হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্য বিজেপির দুই মুখপাত্র মালিগাঁও এ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উদ্বোধন করা সেতু মহানগরবাসী দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকা যানজটের সমস্যার সমাধান করবে বলে মন্তব্য করেছেন।

৭ সেপ্টেম্বর শিলচরে উপস্থিত হয়ে একসাথে তিনটি সেতু উদ্বোধন করবেন বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সমালোচনাকে ভিটামিন ট্যাবলেট এর সঙ্গে তুলনা করে আধুনিক অসম গড়ে তুলতে প্রসব বেদনা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি মহানগরে মালিগাঁও এর নীলাচল সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উড়ালপুল নির্মাণের বিষয়টি খোলাসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শিলচরে উপস্থিত হয়ে একসাথে তিনটি সেতু উদ্বোধন করবেন। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন শহরে উড়ালপুল নির্মাণ এবং গুয়াহাটি মহানগরের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে কথা উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি অহরহ নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তবে সমালোচনাকে ভিটামিন ট্যাবলেট এর সঙ্গে তুলনা করে আধুনিক অসম গড়ে তুলতে প্রসব বেদনা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মহানগরের আদাবাড়ি কিংবা মালিগাঁও এলাকাকে ব্যাপক যানজট থেকে মুক্ত করার স্বার্থে অবশেষে ২.৬৩ কিলোমিটারের রাজ্যের দীর্ঘতম মালিগাঁও এর নীলাচল সেতুর বুধবার বিকালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর মালিগাঁও চারালিতে সেতুর নিচে অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করা সভাস্থলে নিজের বক্তব্যে সর্বপ্রথম বারের জন্য এবার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখে গুয়াহাটি মহানগরে মেট্রোরেলের কথা শোনা গেল। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। নিজের কার্যকালের শেষে মহানগরে মেট্রোরেল শুরু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এরপর বিজেপি সরকারের প্রায় সাত বছরের বেশি সময়ের কার্যকালে মহানগরে মেট্রোরেল শুরু করার ক্ষেত্রে নিশ্চিত ছিল এই সরকার। কিন্তু এই প্রসঙ্গে নিজের মৌনতা ভেঙ্গে তিনি বলেন ২০৩০ সালে বাইহাটা চারালি, কুয়ায় নারাঙ্গি, জাগিরোড, জালুকবাড়ি হয়ে মহানগরের চারদিকে রিংরোড প্রস্তুত করার পাশাপাশি সেখানে মেট্রোরেলের সংযোগের মাধ্যমে সেটা মহানগরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। অর্থাৎ ২০৩০ সাল পর্যন্ত এই সরকার ইতিমধ্যে নানা পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মালিগাঁও এর নীলাচল সেতুর আনুষ্ঠানিক বানানোর পর এবার মহানগরের জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। মহানগরের ভরলুমুখ রেল ক্রসিং একটি সেতুর নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া জি এস রোডের উপর প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনের কাছে এবং ডাউনটাউনে দুটি ছোট উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। একইভাবে ফাটাশিল আমিবাড়িতে হরিয়ানা ভবনের কাছে একটি উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে। মহানগরের বিরুবাড়ির কালিচরণ দাস নার্সিংহোম থেকে লালগণেশ হয়ে গড়ভাঙ্গা নদী পর্যন্ত একটি উড়ালপুল নির্মাণ অতিশীঘ্র শুরু করা হবে। এর ফলে বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যাতায়াত সূচল হবে। তাছাড়া আগামী মাস কিংবা ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বামুনীময়দাম পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উড়াল পুল নির্মাণে কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে টেন্ডারের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন চলিত বছরের দূর্গা পূজার পঞ্চমীর দিন জু রোডে নির্মীয়মান শ্রদ্ধাঞ্জলি সেতুর উদ্বোধন করা হবে। আগামী বছর দুর্গাপূজার আগে গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এই সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এটা মুম্বাইয়ের সিলিং সেতুর তুলনায় দুই গুণ সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এর কারণ মুম্বাইয়ের সিলিং সেতুর মতো গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী সেতু ডিজাইন সিঙ্গাপুর থেকে আনা হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু মহানগরে এই সেতুটি পরে নির্মাণ হচ্ছে ফলে স্বাভাবিকভাবে এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। চলতি বছরের দূর্গা পূজার আগে ফেন্সি বাজারের পুরনো কারাগারে নির্মীয়মান বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং পানবাজারের ব্রহ্মপুত্রের পারে জেলাশাসকের কার্যালয়ের স্থানে নির্মীয়মান পার্কের উদ্বোধন করা হবে বলে তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কামাখ্যা মন্দিরে নতুন রূপে এক করিডর নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন থেকে কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার জন্য একটি রোপওয়ে নির্মাণ করতে চলেছে সরকার। তবে শুধুমাত্র গুয়াহাটি মহানগরের নয়, ৭ সেপ্টেম্বরে শিলচরে যেভাবে তিনটি সেতু উদ্বোধন করা হবে ঠিক একই ভাবে বরপেটায় একটি উড়ালপুল, আগামী ১ কিংবা ২ ফেব্রুয়ারি যোরহাটে দ্বিতীয় উড়ালপুল, ডিব্রুগারের একটি উড়ালপুল, তেজপুরের মিশন চারালিতে বৃহৎ আকারের নির্মীয়মান একটি উড়ালপুল উদ্বোধন করা হবে। তাছাড়া আগামী চার পাঁচ মাসের মধ্যে গুয়াহাটির পলাশবাড়ীতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর শুয়ালকুচি সংযোগকারী সেতু নির্মাণে কাজ শুরু হবে। একইভাবে নারেঙ্গী কুরুয়া সংযোগী ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর আরেকটি সেতু নির্মাণের কাজ অতি শীঘ্র শুরু করা হবে। কাজিরাঙ্গায় ৩২ কিলোমিটারের ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজও শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান রাজ্যজুড়ে এখন পর্যন্ত ২২ টি উড়ালপুল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ২১ টির নির্মাণের কাজ চলছে। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ৮৪২টি ছোট ছোট সেতু নির্মাণসম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি আরো এক হাজারটি নির্মাণে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই পরিকল্পনাগুলোর কথা শুনলে স্বপ্ন বলে মনে হয়। কিন্তু ২০২৬ সালের আগে প্রতিটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করে তোলা হবে। তবে এক্ষেত্রে সমালোচনা করা ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু এই সমালোচনাকে ভিটামিন ট্যাবলেট এর সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন তার আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। অথচ যাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে তারাই এই প্রকল্প গুলোর সমালোচনা করেন, সরকার এভাবে এত বড় ধরনের প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে পারবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সাধারণ উড়ালপুল নির্মাণ হলে মহানগরে ধূলিকণা বৃদ্ধি পায় বলেও একাংশ ব্যক্তি সমালোচনা করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট লিখেন। কিন্তু আধুনিক অসম গড়ে তুলতে প্রসব বেদনা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। যেভাবে মাতৃ প্রসব বেদনা সহ্য করে সন্তান জন্ম দেন ঠিক একই ভাবে উড়ালপুল নির্মাণের সময় সাধারণ জনতা ভোগা এই কষ্টকে প্রসব বেদনার সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মাতৃ যদি এই প্রসব বেদনা সহ্য না করেন তাহলে তো সন্তানই জন্ম হবে না। ঠিক একই ভাবে উন্নয়নের স্বার্থে প্রত্যেকের এই প্রসব বেদনা সহ্য করতে হবে। এটাকে একটি সমর্পিত সরকার বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোনো ধরনের সমালোচনাকে তোয়াক্কা না করে তিনি নিজের কাজ করে যাবেন। পূর্বে অসম অন্যান্য রাজ্যের অনুসরণ করত। কিন্তু বর্তমান অসম শুরু করা অরুণোদয় প্রকল্প কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার শুরু করেছে। এটাই অসমীয়া জাতির আত্মবিশ্বাসের পরিচয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এক শান্তর লড়াইয়ে ৫০ ওভারও খেলতে পারলো না বাংলাদেশ

কোলম্বো (ওয়েবডেস্ক) ঃ মাত্র ৩৬ রানে তিন উইকেট হারানোর ধাক্কাটা সামলাতেই পারলো না বাংলাদেশ। এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নাজমুল হোসেন শান্তর ৮৯ রানের ইনিংস সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাই মাত্র ১৬৪ রানে অলআউট!

তামিম ইকবাল এবং লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে অভিষেকের সুযোগ পওয়া তানিজদ হাসান তামিমকে নিয়ে শুরুটা একেবারেই ভালো করতে পারেননি নাঈম শেখ। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে প্রথম হাসির উপলক্ষ পায় 'নতুন তামিম'কে ফিরিয়ে। মাহিশ থিকশানার মিডল স্টাম্পের ওপরে ফেলা বলটা তড়িঘড়ি খেলতে গিয়ে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন তানজিদ। দুই বল খেলে শূন্য হাতে ফেরেন তিনি। ম্যাচের অষ্টম ওভারে বল করার প্রথম সুযোগ পেয়ে নাঈম শেখকে ফিরিয়ে দেন ধানাঞ্জয়া ডি সিলভা। ওভারের চতুর্থ বলটা উড়িয়ে পাথুম নিসানকার হাতে জমা দেয়ার আগে ১৬ রান করতে পেরেছিলেন নাঈম। ১৬'র জন্য বল খেলেছেন ২৩টি। সাকিব অবশ্য স্টান্স নিয়েছিলেন ইতিহাসের অংশ হয়ে। কারণ, নাঈম শেখ, তানজিদ তামিম এবং নাজমুল হোসেন শান্তর পর ইনিংসের চতুর্থ বাঁ হাতি ব্যাটার ছিলেন তিনি। ওয়ানডেতে ১২ বছরেরও বেশি সময় পরে বাংলাদেশের ইনিংসে এমনটা দেখা গেল। এর আগে অবশ্য তিনবার শুরুতেই পরপর চার বাঁহাতিকে খেলিয়েছে বাংলাদেশ। এমনটি সবশেষ হয়েছিল ২০১১ বিশ্বকাপে, সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে। সেই আসরে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টানা পাঁচ বাঁহাতিকেও ব্যাট করিয়েছিলেন সাকিবের পূর্বসূরিরা।

বাঁ হাতে ব্যাট করার সুবাদে রেকর্ড বইয়ে নাম তোলার আনন্দটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক। একাদশ ওভারের চতুর্থ বলে তিনিও ফিরে আসেন মাত্র ৫ রান করে, মাথিশা পাথিরানার বল কাট করতে গিয়ে কুসাল মেন্ডিসকে ক্যাচ দিয়ে। ৩৬ রানে তিন উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ তখন মহাবিপদে। সেখান থেকে বিপদ কিছুটা সামাল দিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত এবং তাওহিদ হৃদয়। চতুর্থ উইকেট জুটিতে ৫৯ রান তোলার পর হৃদয় (২০) ভাংলেও অন্য প্রান্তে শান্ত এখনো অনড়। ওয়ানডেতে দ্বিতীয় ফিফটি হয়ে গেছে তার।

বাংলাদেশ একাদশ ঃতানজিদ হাসান, মোহাম্মদ নাঈম শেখ, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাকিব আল হাসান, তাওহিদ হৃদয়, মুশফিকুর রহিম, মেহেদী হাসান মিরাজ, শেখ মেহেদি হাসান, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান।

শ্রীলঙ্কা একাদশ ঃ দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), পাথুম নিসানকা, দিমুথ কারুনারত্নে, কুসাল মেন্ডিস, ধানাঞ্জয়া ডি সিলভা, চারিথ আসালাঙ্কা, সাদিরা সামারাউইক্রামা, দুনিথ ওয়েলালাগে, মাহিশ থিকশানা, মাথিশা পাথিরানা, কাসুন রাজিথা।

টেন্ডুলকারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ, 'ভারতরত্ন' কেড়ে নেওয়ার দাবি

অচলপুর ঃ অনলাইন গেমিং অ্যাপের বাণিজ্যিক দূত হওয়ায় এবং বিজ্ঞাপনে অংশ নেওয়ায় শচীন টেন্ডুলকারের বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে।

ভারতের মহারাষ্ট্রের অচলপুর থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য ওমপ্রকাশ বারারাও ওরফে বাচ্চু কাডু ও তাঁর সমর্থকেরা আজ মুম্বাইয়ে টেন্ডুলকারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা বিষয়টি আদালতে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। এমনকি টেন্ডুলকারের 'ভারতরত্ন' পদবিও কেড়ে নেওয়ার দাবি জানান।

২০২০ সালে পেটিএম ফার্স্ট গেমস নামের একটি ফ্যান্টাসি গেমিং অ্যাপের বাণিজ্যিক দূত হিসেবে চুক্তি করেন টেন্ডুলকার। পরে বিজ্ঞাপন ও প্রচারে অংশ নেন। এই অ্যাপে টাকা জমা দিয়ে খেলতে হয় যেটাকে জুয়া সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের সঙ্গে তুলনা করেছেন বাচ্চু কাডু ও তাঁর সমর্থকেরা।

তাঁদের দাবি, ফ্যান্টাসি গেমিংয়ের আড়ালে আসলে জুয়া খেলা হচ্ছে। আর টেন্ডুলকার এই অ্যাপের প্রচার চালিয়ে তরুণ সমাজকে ভুল বার্তা দিচ্ছেন। বিক্ষোভকারীরা তাই ভারতীয় কিংবদন্তিকে পেটিএম ফার্স্ট গেমসের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

জানা গেছে, গতকাল নির্দলীয় বিধায়ক বাচ্চু কাডু টেন্ডুলকারকে এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ পাঠান। যেখানে তিনি 'ভারতরত্ন' পদবি পাওয়া একমাত্র ক্রিকেটারকে নিয়ম চলতে বলেন। কিন্তু বাচ্চু কাডু কোনো উত্তর না পাওয়ায় আজ তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে টেন্ডুলকারের বাড়ির সামনে জড়ো হন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বান্দ্রা পুলিশ মহারাষ্ট্র সরকারের সাবেক এই মন্ত্রী ও কমপক্ষে ১২ জন সমর্থককে আটক করে। তাঁদের সবাইকে বান্দ্রা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আটক হওয়ার আগে বাচ্চু কাডু স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোকে বলেন, 'আমরা তাঁকে (টেন্ডুলকারকে) একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তিনি কোনো উত্তর দেননি। যদি ৩০০ কোটি আয়ের জন্য এ ধরনের প্রচারে অংশ নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর উচিত অবিলম্বে ভারতরত্ন ফেরত দেওয়া।' এর আগে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দেকেও এ ব্যাপারে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে দাবি করেন বাচ্চু কাডু।

বাড়ির সামনে বিক্ষোভ নিয়ে টেন্ডুলকার বা তাঁর পরিবারের কারও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকেও কিছু বলা হয়নি। টেন্ডুলকার একাই নন ভারতের সাবেক বর্তমান অনেক তারকাই ফ্যান্টাসি গেমিং অ্যাপের প্রচার করে থাকেন। সৌরভ গাঙ্গুলী, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং থেকে শুরু করে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ারাও এর সঙ্গে যুক্ত। খোদ ভারতীয় দলেরই বর্তমান পৃষ্ঠপোষক অনলাইন গেমিং অ্যাপ ড্রিম ইলেভেন। এমনকি আইপিএলেরও টাইটেল স্পনসর ছিল ড্রিম ইলেভেন।

গত সপ্তাহে মুম্বাইয়ে অভিনেতা শাহরুখ খানের বাড়ি মান্নাতের সামনেও একই কারণে বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। বলিউড তারকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সে সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

অনেক প্রশ্ন রেখে গেল যে ইনিংস

ঢাকা ঃ টসে জিতে ব্যাটিংই কেনো? দুটি উইকেট পড়ার পর সাকিব আল হাসানকেই কেনো নামতে হলো? এক টানা তিনজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নামায় কী শ্রীলঙ্কার সুবিধা হলো না? পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দল যখন আগে ব্যাট করে ৪২.৪ ওভারে ১৬৪ রানে অলআউট হয়, তখন তো এ প্রশ্নগুলো আসবেই।

অথচ এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচের আগের আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। শ্রীলঙ্কা দলটার বোলিং যেহেতু চোটের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের বিপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাটিংটা ভালো হবে, এমনই ছিল পূর্বানুমান। কিন্তু শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় সারির বোলাররাও আজ বাংলাদেশ দলের ব্যাটসম্যানদের হাত খুলে খেলতে দিল না।

অনেকে মহীশ তিকশানা ও মাতিশা পাতিরানার উদাহরণ টানতে পারেন। দুজনই আইপিএলে নিয়মিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুজনের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা মাত্র ২৬টি ওয়ানডে ম্যাচের। শেষ পর্যন্ত এই দুজনের ১৫.৪ ওভারে ভেঙেছে বাংলাদেশের ব্যাটিং। দুজন মিলে রান দিয়েছেন মাত্র ৫১, উইকেট নিয়েছেন ৬টি।

ভাঙনের শুরুটাই হয় তিকশানার হাত ধরে। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই অভিষিক্ত তানজিদ হাসানকে কোনো রান করার আগেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন তিনি। যে ক্যারম বলের জন্য তিকশানার পরিচিতি, সেই বলটা ইনিংসে প্রথমবারের মতো করতেই তানজিদ আউট। কীভাবে? ডিফেন্স খেলতে গিয়ে তানজিদ একদম ফরওয়ার্ডও হলেন না, পুরোপুরি ব্যাকফুটেও এলেন না। খেললেন ক্রিজ থেকে। তাতে তিকশানার তানজিদের সামনে পা খুঁজে নিতেও সমস্যা হয়নি।

তানজিদের সঙ্গী মোহাম্মদ নাঈমের শুরুটা অবশ্য আশা জাগাচ্ছিল। কাভার ড্রাইভে দুটি বাউন্ডারি মারার পর নাঈমকে ভালোই মনে হচ্ছিল। তবে সেটা পেসের বিপক্ষে। লঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শানাকাও হয়তো তা খুব দ্রুত ধরতে পেরেছেন। তিকশানার তিন ওভারের ছোট স্পেলের পর ইনিংসের অষ্টম ওভারেই অনিয়মিত অফ স্পিনার ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে বোলিংয়ে আনেন তিনি। নাঈম তাঁর বলেই ক্রিজ ছেড়ে খেলতে গিয়ে পয়েন্টে ক্যাচ তোলেন। ২৩ বল খেলে ১৬ রান থামে তাঁর ইনিংস।

দ্রুত দুই বাঁহাতি ওপেনারের বিদায়ে একজন ডানহাতি ক্রিজে আসবেন, এমনই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু তা হয়নি। অধিনায়ক সাকিব নিজেই এলেন চার নম্বরে। হয়তো প্রতি আক্রমণে চাপ সরানোর দায়িত্বটা তিনি নিজেই নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ সেটি কাজে লাগেনি। ৫ রান করে পাতিরানা প্রথম শিকার হয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরতে হয় সাকিবকে। বাংলাদেশ ইনিংস তখন মাত্র ১০.৪ ওভার পুরোনো, বাংলাদেশের রান ৩ উইকেটে ৩৬। উইকেট পতনের কারণেই কী না, বাংলাদেশ পাওয়ার প্লের ৬০ বলের মধ্যে ডট বল খেলেছে ৪০টি।

এমন ঘোর অমাবস্যায় কিছুক্ষণের জন্য তিনে নামা নাজমুল ভরসার প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাওহিদ হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ৫৯ রানের জুটি গড়েন। ৮০ বলে হলেও সে জুটিটা বাংলাদেশের রানটাকে এক শ'র কাছাকাছি নিতে সাহায্য করে। তাওহিদ ৪১ বলে ২০ রান করে আউট হলে সে জুটি ভাঙে। শানাকার সাদামাটা একটি বল তিনি ক্রিজ ছেড়ে লেগ সাইড ফ্লিক করার চেষ্টা করে এলবিডব্লু হন।

বাংলাদেশ ইনিংসটা এরপর আর ঘুরে দাঁড়ায়নি। নাজমুল শুধু একাই লড়ে গেছেন। ফিফটি করে এগোচ্ছিলেন সেঞ্চুরির দিকে। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের রানটাও দুই শ হবে, এমন আশার জন্ম নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। মুশফিকুর রহিম (১৩), মেহেদী হাসান মিরাজ (৫), শেখ মেহেদী হাসানের (৬) দৃষ্টিকটু ব্যাটিংয়ে খুব দ্রুতই লোয়ার অর্ডার ভেঙে পড়ে। নাজমুল আউট হন তিকশানার ক্যারম বলে বোল্ড হয়ে। ১২২ বল খেলে তিনি ৮৯ রান করেন ৭টি চারে। বাংলাদেশের ইনিংসে অর্জন যদি কিছু থেকে থাকে, তা এই নাজমুলের ইনিংসই। শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন পাতিরানা, ৩২ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

কোহলির কাছ থেকে যেভাবে সাহায্য পেয়েছেন বাবর

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ কে সেরা, বিরাট কোহলি নাকি বাবর আজম? এই প্রশ্ন নিয়ে ক্রিকেট ভক্তদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়। সমর্থকদের মধ্যে বৈরিতা থাকলেও এই দুই ক্রিকেটারের মধ্যে সেই মনোভাব নেই। উল্টো একে অন্যকে প্রায়ই প্রশংসায় ভাসান। সেরাকে সেরা বলতে তাঁদের কোনোই আপত্তি নেই। এই তো কদিন আগেই বাবরকে তিন সংস্করণের শীর্ষ ব্যাটসম্যান বলেছিলেন কোহলি। কোহলির সেই প্রশংসার জবাব বাবর দিয়েছেন প্রশংসা দিয়েই। পাকিস্তান অধিনায়ক বললেন, তিনি কোহলির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। কোহলি বাবর দুজনের ক্যারিয়ারের শুরুটা ভিন্ন সময়ে। বাবর যখন ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন, তত দিনে কোহলি শীর্ষ ক্রিকেটার। বাবর এখন আছেন ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে, তবে কোহলির ফর্মও পড়তির দিকে নয়। এখনো বিশ্ব ক্রিকেটে কে সেরা, সেই আলোচনায় তাঁর নামটা উঠে আসে। তবে তিন সংস্করণে বোধ হয় এই মুহূর্তে খানিকটা এগিয়ে আছেন বাবর। ফর্মের চূড়ায় থাকা বাবরের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে কোনো দ্বিধা ছিল না কোহলির। স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাবরকে নিয়ে কোহলি বলেছিলেন, 'সম্ভবত বর্তমান সময়ে তিন সংস্করণেই শীর্ষ ব্যাটসম্যান বাবর। বাবর ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছে। ও দারুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার এবং আমি সব সময় ওর ব্যাটিং দেখতে পছন্দ করি।' কোহলির এই কথা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বলে জানিয়েছেন বাবর, 'কোহলির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। কোহলির মতো এত বড় ক্রিকেটার যখন আপনার সম্পর্কে ভালো কিছু বলবে, এটা আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করবে। গর্ব করার মতো একটা মুহূর্ত।' স্টার স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানেই কথাটা বলেছেন বাবর। বাবর ও কোহলির প্রথম দেখা হয়েছিল ২০১৯ সালে। আগে সেই সাক্ষাৎ নিয়ে কথা বলেছিলেন কোহলি। বলেছিলেন, 'প্রথম দিন থেকেই আমি তার মধ্যে যে শ্রদ্ধাবোধ দেখেছি, তার একটুও পরিবর্তন হয়নি। এখন ও ভালো পারফর্ম করছে বলে কিংবা নিজের আলাদা জায়গা তৈরি হয়েছে বলে একটুও বদলে যায়নি। আমার প্রতি তার সম্মানজনক মনোভাব কমেনি।' বাবরও শুনিয়েছেন সেই সাক্ষাতের গল্প, '২০১৯ সালে যখন দেখা করি, তখন কোহলি তাঁর সেরা ফর্মে ছিলেন। এখন তিনি তাঁর সেরাতেই আছে। তখন আমি ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। সে বিস্তারিতভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, যা আমার অনেক উপকারে আসে।' এর আগে কোহলির বাজে সময়ে তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর। এক টুইটে তিনি লিখেছিলেন, 'এই বাজে সময়টা পার হয়ে যাবে, মানসিক দৃঢ়তা ধরে রাখুন।' বাবরের টুইটের জবাবে কোহলি লিখেছিলেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ। আলো ছড়িয়ে যাও, আরও ওপরে উঠতে থাকো। তোমার জন্য শুভকামনা রইল।'

ডেঙ্গু জ্বরে কখন কী ধরণের টেস্ট করাতে হয়?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরে সরকারি হিসেবেই প্রতিদিন দু হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। চলতি মৌসুমে বুধবার পর্যন্ত মোট ১ লাখ ১৯ হাজার ১৩৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আর মোট মারা গেছে ৫৬৯ জন। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী এডিস মশার কামড়ে একজন মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারেন।

চিকিৎসকরা বলছেন সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিতে পারলে এ রোগে মৃত্যু ঝুঁকি খুব একটা থাকে না। কিন্তু রোগটিকে অবহেলা করলে এটি জটিল আকার ধারণ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি অবশ্য বলছে প্রতি চার জনে একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তি ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা থাকে এবং মারাত্মক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন দ্রুতই হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে সাধারণত জ্বরই এ রোগের লক্ষণ। সাথে বমি, র‍্যাশ ওঠা, চুলকানি বা ব্যথার উপসর্গ থাকতে পারে। তবে লক্ষণগুলো সাধারণত দুই থেকে সাতদিন পর্যন্ত থাকে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই বেশিরভাগ রোগী সুস্থতার দিকে চলে আসেন।

তবে চিকিৎসকরা বলছেন যে জ্বর কমলে বা রোগী ভালো হয়ে যাওয়ার পর রোগীর রক্তের প্লাটিলেট কাউন্ট কমে যেতে পারে এবং তখনি রক্তক্ষরণসহ নানা জটিলতা দেখা দিত পারে।

এ কারণে জ্বর চলে যাওয়ার পর রোগীকে সতর্ক থেকে নিয়ম অনুযায়ী চলতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।

সিডিসি বলছেন ডেঙ্গু রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। বরং এর লক্ষণগুলো দেখে চিকিৎসকরা চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। (যেমন জ্বর হলে জ্বরের ঔষধ)।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন বলছেন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সাধারণত ডেঙ্গু এনএস১ এন্টিজেন, অ্যান্টিবডি পরীক্ষা, সিবিসি (প্লাটিলেট কাউন্টসহ) পরীক্ষা করাই যথেষ্ট হয়ে থাকে। তবে রোগীর অবস্থা জটিল হলে বা রক্তক্ষরণের মতো সমস্যা দেখা গিলে তখন আরও কিছু টেস্ট করানো দরকার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষা মৌসুমে এই জ্বরে আক্রান্ত হবার প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় এবং ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছরেই এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

সিডিসি বলছে ডেঙ্গু হয়েছে কিনা সেটি বোঝার একমাত্র উপায় হলো রক্ত পরীক্ষা। তবে চিকিৎসকরা বলছেন রক্তের বেশ কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলোর এক বা একাধিক অনেক সময় করাতে হয় রোগীর অবস্থা বুঝে। সাধারণত যেসব পরীক্ষা করাতে হয় তার কয়েকটি সম্পর্কে কিছু তথ্য নীচে দেয়া হলো ঃ

ডেঙ্গু এনএস ১

যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি বলছে এই টেস্টের মাধ্যমে কেউ ডেঙ্গু পজিটিভ কিনা সেটি দেখা যায়। ডেঙ্গু ভাইরাসে সংক্রমিত হবার শুরুর দিকেই এ পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটিকে শনাক্ত করা যায়।

ঢাকায় চিকিৎসকরা বলছেন জ্বরের প্রথম দিন থেকেই ডেঙ্গু এনএস১ টেস্টের ফল পজিটিভ হওয়ার কথা। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে হলে এটি নেগেটিভ হয়ে যায়। কিন্তু এর বেশি দিন হয়ে গেলে তখন আর এই পরীক্ষা করে খুব একটা লাভ হয় না।

আবার শুরুতেই পরীক্ষা করে নেগেটিভ হলেই যে ডেঙ্গু জ্বর হয়নি এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সাধারণত চিকিৎসকরা টেস্টের ফলাফলের সাথে অন্য উপসর্গ ও লক্ষণ মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কারণ অনেক সময় এনএস১ একদিন পজিটিভ হলে পরদিনই আবার নেগেটিভ হতে পারে।

সাজ্জাদ হোসেন বলছেন সাধারণত জ্বর আসার প্রথম দিনই এই টেস্ট করাতে পারলে ফলাফল ঠিকঠাক মেলার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

ডেঙ্গু আইজিএম

সিডিসি বলছে এই টেস্টের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির

শরীরে ডেঙ্গু ভাইরাস আরও ভালোভাবে শনাক্ত করা যায়।

সাধারণত জ্বর হয়ে যাওয়ার ৪৫ অতিবাহিত হয়ে গেলে এবং এর মধ্যে কোনো পরীক্ষা না হয়ে থাকলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে পজিটিভ কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই সাধারণ ভাবে জ্বর আসার পাঁচ দিন পর এই টেস্ট করতে দেন চিকিৎসকরা।

কিন্তু যদি জ্বর আসার পর ৯১০ দিন পার হয়ে যায় তখন আবার এই পরীক্ষাও শুধু নেগেটিভ দেখাতে পারে। কারো জ্বর হওয়ার পাঁচ দিন পর অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনের মাথায় এই পরীক্ষাটি করানো, যা ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত করা যায়। রক্তে আইজিএম পজিটিভ থাকলে বুঝতে হবে বর্তমানে রোগীর সংক্রমণ রয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে একটি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক মোঃ রায়হান বলছেন এনএস১ এর সময়সীমা পার হয়ে গেলে অ্যান্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমেই ডেঙ্গু পজিটিভ কিনা তা দেখা যায় এবং এজন্য প্রথমে আইজিএম ও এরপর আইজিজি টেস্ট করে দেখার দরকার হতে পারে।

আইজিজি

ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন বলছেন শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা আছে সেটা বোঝার জন্য চিকিৎসার এ পরীক্ষাটি দিয়ে থাকেন।

এই রোগ প্রতিরোধী সক্ষমতাই শরীরের ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসসহ বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি করে। অ্যান্টিবডিগুলো হলো প্রোটিন যা ইমিউন সিস্টেম তৈরি করে জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।

আইজিজি সূচক স্বাভাবিকের চেয়ে কম মানে হলো শরীর যথেষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করতে অক্ষম এবং সেক্ষেত্রে সংক্রমণে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

রক্তে আইজিজি পজিটিভ থাকলে বুঝতে হবে আগে রোগীর সংক্রমণ ছিল এবং বর্তমানে সে দ্বিতীয়বারের মতো ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে।

আর দ্বিতীয়বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া মানে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ এবং তখন বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।

কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট বা সিবিসি

ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন বলছেন শরীর সম্পর্কে একটি বেসিক ধারণার জন্য এ পরীক্ষাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি মূলত একটি সামগ্রিক রক্ত পরীক্ষা।

সিবিসি টেস্ট হিসেবে পরিচিত হলেও এটি আসলে একটি টেস্ট প্রোফাইল। এর মধ্যে রক্তের প্লাটিলেট কাউন্ট সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

এ টেস্টের মাধ্যমে রক্তের প্রয়োজনীয় কোষীয় উপাদানের ঘনত্বের পরিমাপের পাশাপাশি শরীরে কোন অস্বাভাবিকতা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়।

অর্থাৎ রোগী কোনা সংক্রমণের শিকার হয়েছে কিনা, রক্তকণিকা স্বাভাবিক কিনা বা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কেমন এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝার জন্য চিকিৎসকরা এ টেস্ট দিয়ে থাকেন।

যেমন ফুসফুস থেকে দেহের অন্য অংশে অক্সিজেন নেয়ার কাজটি করে লোহিত রক্তকণিকা কিংবা জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষার চেষ্টা করে শ্বেত রক্তকণিকা কিংবা রক্তপাত বন্ধ করতে ও রক্ত জমাট বাঁধতে ভূমিকা রাখে প্লাটিলেট।

এগুলোর জন্য সিবিসি টেস্টই করতে হয়।

আবার ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর জন্য হেমাটোক্রিট দেখাটাও গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের কতটা অংশ জুড়ে লোহিত কণিকা সে সম্পর্কে জানা যায় হেমাটোক্রিট দেখে।

আবার হেমাটোক্রিট, হিমোগ্লোবিন ও লোহিত কণিকার মাত্রা কম থাকলে রক্ত স্বল্পতায় আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে।

পাশাপাশি দেখা দিতে পারে শরীরে অতিরিক্ত পানি, অস্থিমজ্জার সমস্যা কিংবা লিউকোমিয়ার মতো রোগও।

প্রথ্রোমোবিন টাইম বা পিটি

প্রথ্রোমোবিন টাইম বা পিটি হলো এমন একটি পরীক্ষা যার মাধ্যমে রক্তের তরল অংশের প্লাজমা জমাট বাঁধতে কতটা সময় নেয় তা পরিমাপ করে।

ক্লটিং বা জমাট বাঁধার সিস্টেমের একটি অংশের কার্যকারিতা এ পরীক্ষায় পরিমাপ করা যায়।

সাধারণত অস্বাভাবিক রক্তপাত এর কারণ নির্ধারণে কিংবা লিভার কতটা ভালো কাজ করছে সেটি জানারও জন্য চিকিৎসক অনেক সময় এ টেস্টটির পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ইন্টারন্যাশনাল নর্মালাইজড রেশিও বা আইএনআর

ইন্টারন্যাশনাল নর্মালাইজড রেশিও বা আইএনআর এমন একটি রক্ত পরীক্ষা যার মাধ্যমে জানা যায় যে রক্ত জমাট হতে কতটা সময় লাগে।

মূলত পিটি পরীক্ষার মাধ্যমে কত দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধছে জানার পর সেই ফলগুলোকেই আইএনআর হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

তখন জানা যায় যে ঠিক কতটা সময় লাগছে রক্ত জমাট বাঁধতে।

ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম বা বিটিসিটি

ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম বা বিটিসিটি পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তের তেরটি ফ্যাক্টর নির্ণয় করা যায়। সাধারণত অপারেশনের আগে এই পরীক্ষা করা হয়।

ফলে এর মাধ্যমে চিকিৎসক একটি ধারণা পান যে অপারেশনের পর রোগীর রক্ত জমাট বাঁধতে কতক্ষণের মধ্যে।

ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে এ টেস্ট খুব একটা দরকার হয় না। তবে চিকিৎসক যদি মনে করেন বিশেষ জটিলতায় আক্রান্ত তখন এ টেস্ট করার পরামর্শ দিতে পারেন।

চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন বলছেন মূলত ব্লিডিং ডিজঅর্ডার সম্পর্কে বোঝার জন্যই এসব পরীক্ষা করতে হয়।

এছাড়াও নানা ধরণের পরীক্ষা আছে যেগুলো রোগীর অবস্থা বুঝে প্রয়োজন হলে চিকিৎসকরা করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারেন।

টুকরো খবর

মালদা জেলার দুই গ্রাম্তে দুটি গঞ্চায়েত সমিতি দখলে করল জোট ও বিজেপি পরাজিত তৃণমূল

মালদা ঃআদালতের নির্দেশে অবশেষে,টানা টানা টানা পরনের পর মালদার হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিলো বিজেপি। সভাপতি হওয়ার পরই সম্মান মাধ্যমে সামনে কেঁদে ফেলেন সুখী রানী সাহা। তৃণমূল ও পুলিশের অত্যাচারে একমাস অতিষ্ট ঠিক হয়েছিলাম বাড়িতে থাকতে পারছিলাম না দাবি তার। পরাজিত তৃণমূল। পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স নেই এই কারণ দেখিয়ে এই পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া হয়। হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ৩৩ টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ১৭ টি আসনে। তৃণমূল কংগ্রেস তেরোটি আসনে , সিপিএম দুটি আসনে ও কংগ্রেস একটি আসনে জয়লাভ করে। জাল সার্টিফিকেট দিয়ে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তৃণমূলের অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপির এক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের পথ খারিজ করে দেয় জেলা প্রশাসন। সে ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সদস্যের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৩২। বিজেপি আগে থেকে অভিযোগ করছিল তৃণমূল কংগ্রেস মোটা টাকার বিনিময়ে ও পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাদের সদস্যদের কেনার চেষ্টা করছে ও অবৈধভাবে পঞ্চায়েত সমিতি দখল করার চেষ্টা করছে। আজ সকাল থেকে টানটান উত্তেজনা ছিল একদিকে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর নেতৃত্বে বিজেপি বিজেপি র ১৬ জন সদস্য ও একজন কংগ্রেস সদস্য পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রবেশ করে অন্যদিকে জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সির নেতৃত্বে তৃণমূলের ১৩ জন সদস্য পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রবেশ করে। সিপিএমের দুই সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। ভোটাভুটিতে জয়ী হয় বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি পদ দখল নেয় বিজেপি। এই হার হবে জামা ছিল দাবি তৃণমূলের। উত্তর মালদার বিজেপি সংসদ খগেন মুরমু বলেন, যেভাবে তৃণমূল নোংরামি করেছে তার যোগ্য জবাব তারা পেয়েছে। হবিবপুর ব্লকের বিডিও ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত। তিনি বলেন আদালত থেকে যে নির্দেশ দিয়েছে সেই কারণেই আজকে প্রশাসন বাধ্য হল বোর্ড গঠন করতে। এদিন ওরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

শিলিগুড়িতে নাবালক খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ড

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে নাবালক খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে ১০ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। নাবালিকা খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আসামিকে আদালতে হাজির করার পর আদালত থেকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষুব্ধ জনতাকে মারধর করে।এক নাবালিকার মাথা থেঁতলে দিয়ে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে শিলিগুড়ি আদালতে বিক্ষোভ এলাকাবাসি ও নেপালি সম্প্রদায়ের মহিলাদের। অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করার সময় তাকে মারধর করে ক্ষুব্ধ জনতা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আদালত চত্বরে। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি আদালতে গিয়ে দোষীর ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় মহিলারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে আদালত চত্বরে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। উল্লেখ্য গতকাল বিকেলে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার মোটাজ্যোৎ এলাকায় এক নাবালিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার ভোর রাতে অভিযুক্ত মোহাম্মদ আব্বাসকে লেলিন কলোনী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে সেখানে তার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় মহিলারা। জানা যায় ওই নাবালিকা শিলিগুড়ির একটি নেপালি মাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। অভিযুক্তকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোচবিহারে যুবকের রহস্যমৃত্যু, খুনের অভিযোগ মৃতের বান্ধবীর পরিবারের

কোচবিহার ঃ যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত খাগরিবাড়ি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম রাজিব সরকার (৩০)। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ দক্ষিণ কালারয়ের কুঠি এলাকার এক যুবতীর সঙ্গে দীর্ঘ এক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই যুবকের। গতকাল সন্ধ্যায় ওই যুবতী রাজিব সরকারের পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানায় রাজীব সরকার তার বাড়িতে গিয়ে সমস্যা তৈরি করছে। পরিবারের সদস্যরা যাতে তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় রাজীব সরকারের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে রয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। গতকাল রাতে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পরিবারের দাবি রাজীব সরকারকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃত উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মৃতদহ কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠায়। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধুপগুড়ি উপ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রচারে গৌতম দেব

জলপাইগুড়ি। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রচারে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পায়ে হেঁটে ধুপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রার্থী ডক্টর নির্মল চন্দ্র রায়ের প্রচার সারলেন তিনি। মঙ্গলবার সকাল থেকে জেলা জুড়েই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি চলছিল আর সেই বৃষ্টির অপেক্ষা করি তিনি দলীয় কর্মীদের নিয়ে একেবারে পায়ে হেঁটে অলিগলি চুষে বেড়ালেন। জানা গেছে গৌতম দেব এর আগেও ধুপগুড়ি পুরসভা কে একেবারে প্রচারে ঝড় তুলে ক্ষমতায় এনেছিলেন। আর তাই এবারও তৃণমূল গৌতম দেবকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মন জয় করতে নেমে পড়েছেন মাঠে।

বৌ'মার হয়ে ভোট প্রচারে শহিদ জওয়ানের মা

জলপাইগুড়ি ঃ পুত্রবধূর পক্ষে প্রচার চালালেন শহীদ জওয়ানের মা।কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ধূপগুড়ি ব্লকের জুরাপানি এলাকার বাসিন্দা, সিআরপিএফ জওয়ান জগন্নাথ রায়। স্ত্রীর কোলে তখন ছিল সদ্যোজাত সন্তান। সেই ঘটনার চার বছর পর নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারই স্ত্রী তাপসী রায়।মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকেই দেখা যাচ্ছিল বিজেপি প্রার্থী তাপসী একেবারে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। শহীদের সম্মান নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ করছিল বিরোধী দলগুলি। এমনকি শহীদ জগন্নাথ রায়ের পরিবারের সদস্যদের প্রচারে দেখা মেলেনি অভিযোগ এমনটাই। তবে আজ শহীদ জওয়ান জগন্নাথ রায়ের মা প্রমিলা দেবী নিজের পুত্রবধূর হয়ে নিজের গ্রামেই ভোট প্রচারে বেরিয়েছেন। ছেলেকে হারিয়েছেন, তাই এবার নিজের পুত্রবধূর হয়েই প্রচারে নামলেন শাশুড়ি মা। একদিকে যেমন বৌমা ভোট তথা বিজেপির মনোনীত প্রার্থী তাপসী রায় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোট প্রচারে ব্যস্ত অন্যদিকে শাশুড়ি একাই ভোট প্রচারে বেরিয়েছেন ময়দানে।

মাটিগাড়ায় মৃত ছাত্রীর বাড়িতে পৌঁছলেন পাপিয়া ঘোষসহ তৃণমূল নেতারা

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়া দুদিন আগে স্কুল ছাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। আজ তার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করলেন এবং সমবেদনা জানালেন ও মেয়েটির পরিবারের পাশে থাকবার আশ্বাস দিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ মহাশয়া ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এবং দোষীর ভারতীয় সংবিধান আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ মহাশয়া।।

৩ বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক, বিয়ের জন্য ১৫ লাখ টাকা দাবি , গ্রেফতার অভিযুক্ত শিক্ষক

শিলিগুড়ি ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুবতীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ।এক শিক্ষককে গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ।ধৃতের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়।আমবাড়ির এক হাইস্কুলের শিক্ষক তিনি।অভিযোগ, গত ৩ বছর ধরে এই শিক্ষক এক যুবতীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।পরবর্তীতে বিয়ের কথা বললে যুবতীর পরিবারের কাছে বিয়ের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দাবী করে বলে অভিযোগ।তার এই দাবী না মানলে শিক্ষক অন্য কোন যুবতীর সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে। এরপরই এনজেপি থানায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা দায়ের করে যুবতী।অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করে।বুধবার ধৃত শিক্ষককে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে ধৃত শিক্ষক।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
01:09:2023

বাংলাদেশের অর্থনীতি কেন 'ভুল পথে যাচ্ছে'

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি 'ভুল পথে' চলছে বলে মতামত দিয়েছেন একটি জরিপে অংশ নেয়া বেশিরভাগ মানুষ। তারা মনে করেন, এর ফলে তাদের ব্যক্তিগত জীবনও মারাত্মকভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে। জরিপে অংশ নেয়া সাধারণ মানুষের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদেরও ধারণা, গত কয়েক বছরে অর্থনীতি যেসব সংকট বা সমস্যার মুখে পড়েছে, সেগুলো সমাধানে কার্যকর কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় সংকট আরও গভীর হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের সরকার এমনটা মনে করছে না। সরকারের মতে, অর্থনীতিতে কিছুটা সমস্যা বা সংকট থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলো সমাধানেও নানা ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এর আগে ২০১৯ সালে সর্বশেষ যখন এই জরিপটি চালানো হয়েছিল, তখন ৭০ শতাংশ মানুষ বলেছিলেন যে, দেশের অর্থনীতি সঠিক পথেই রয়েছে। চার বছরের ব্যবধানে অর্থনীতি নিয়ে মানুষের ধারণা পরিবর্তনের কারণ কী? ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মিরাজ চৌধুরী যদিও ওই জরিপে অংশ নেননি, কিন্তু দেশের অর্থনীতি যে ভালো নেই, সেটা তিনি নিজের জীবন থেকেই উপলব্ধি করছেন। অর্থনীতি বড়দের ব্যাপার, সেটা ভালো বুঝি না।

গ্যাবনে সেনা অভ্যুত্থান, জেনারেলকে কাঁধে নিয়ে রাস্তায় বিজয় মিছিল

লিব্রেভিল (এজেন্সী) ঃ আফ্রিকার দেশ গ্যাবনে বুধবার একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে দেশটির সেনা কর্মকর্তারা এবং তারা অন্তর্বর্তীকালীন নেতা হিসাবে জেনারেল ব্রাইস ওলিগুই এনগুয়েমার এর নাম ঘোষণা করেছে।

এর আগে রাজধানী লিব্রেভিলের রাস্তায় জেনারেল এনগুয়েমাকে তার সৈন্যরা কাঁধে তুলে বিজয় মিছিল করে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট, আলী বঙ্গো তার বাড়ি থেকে একটি ভিডিও বার্তায় সবার সামনে আসেন এবং তিনি তার 'সারা বিশ্বের বন্ধুদের তার পক্ষে সরব হওয়ার আহ্বান জানান।

সাবেক ফরাসি উপনিবেশ এই দেশটি আফ্রিকার অন্যতম প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ। মিঃ বঙ্গোর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে তার পরিবারের ৫৫ বছরের ক্ষমতার অবসান হয়েছে।

বুধবার ভোররাতে সেনা কর্মকর্তারা টিভিতে উপস্থিত হয়ে বলেন যে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন।

তারা বলেছে যে তারা শনিবারের নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করেছে যেখানে মিঃ বঙ্গোকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু বিরোধীরা বলছে নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে।

কর্মকর্তারা আরও বলেছেন যে তারা মিঃ বঙ্গোর এক ছেলেকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, জেনারেলরা আলোচনার জন্য একত্রিত হন। সেখানে তারা সিদ্ধান্ত নেন - পরিবর্তিত সময়ে নেতৃত্ব কে দেবেন।

পরে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের প্রাক্তন প্রধান জেনারেল এনগুয়েমার নাম প্রস্তাব করা হলে তাকে নিযোগের ব্যাপারে সেনারা সর্বসম্মত ভোটে সম্মত হন।

সেনাবাহিনীর এই ঘোষণার পর লিব্রেভিল এবং অন্যান্য জায়গায় সাধারণ মানুষ উদযাপন করতে থাকে।

কিন্তু জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ফ্রান্স এই অভ্যুত্থানের তীব্র নিন্দা করেছে, যাদের সাথে বঙ্গো পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

বঙ্গো পরিবারের প্রতি গ্যাবনের বাসিন্দাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে তীব্র অসন্তোষ জন্ম নিয়েছিল। টানা ৫৫ বছর ধরে এই পরিবারটি দেশটিকে শাসন করেছে - এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিসহ আরও নানা বিষয় নিয়ে দেশটিকে ঘিরে জনগণের অসন্তোষ রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লিব্রেভিলের এক বাসিন্দা বিবিসিকে বলেন, প্রথমে আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু তারপর আনন্দ হয়েছে। শুরুতে ভয় পেয়েছে কারণ আমি একটি অভ্যুত্থানের মধ্যেও বেঁচে আছি, কিন্তু আমি আনন্দিত কারণ এই শাসনের উৎখাতের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করছিলাম।

গ্যাবন কোথায়? এটি মধ্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে তেল এবং খনিজ সমৃদ্ধ একটি দেশ, যার জনসংখ্যা মাত্র ২৪ লাখ।

আলী বঙ্গো কে? শনিবারের বিতর্কিত নির্বাচনে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ২০০৯ সাল থেকে তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এর আগে, তার বাবা টানা ৪১ বছর ক্ষমতায় ছিলেন।

কেন একটি অভ্যুত্থান হয়েছে? সেনাবাহিনী নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নিয়ে বলছে, শান্তি বজায় রাখতে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। জাতীয় টেলিভিশনে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তারা অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেয়ার জন্য কয়েকটি বিবৃতি পাঠ করেছেন। এরমধ্যে প্রথম তিনটি বিবৃতিতে অনুপস্থিত ছিলেন ৪৮ বছর বয়সী জেনারেল এনগুয়েমা। তিনি ক্ষমতাচ্যুত নেতার বাবা ওমর বঙ্গোর সহকারী ডিক্যাম্প ছিলেন, যিনি ২০০৯ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় ৪২ বছর শাসন করেছেন।

একজন প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এএফপি বার্তা সংস্থাকে বলেছেন যে, জেনারেল এনগুয়েমা ওমর বঙ্গোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ২০০৫ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মি. বঙ্গো স্পেনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তখন জেনারেল এনগুয়েমা তার সেবা করেছিলেন।

আলী বঙ্গোর অধীনে তিনি মরক্কো এবং সেনেগালে গ্যাবনের দূতাবাসে সামরিক অ্যাটাশে হিসেবে কাজ করেন।

কিন্তু ২০১৮ সালে তাকে এলিট রিপাবলিকান গার্ডের অধীনে গোয়েন্দা প্রধান করা হয়। যা গ্যাবনের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনা ইউনিট।

জেনারেল পদে উন্নীত হওয়ার আগে আলী বঙ্গোর সৎ ভাই ফ্রেডেরিক বঙ্গো ওই পদে ছিলেন।নেতা মনোনীত করা হয়, এবং তাকে কাঁধে তুলে রাস্তায় উল্লাস করে মিছিল করা হয়।

৪২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা ওমর বঙ্গো আফ্রিকার সবচেয়ে দীর্ঘকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন।

গ্যাবনের আগেরবারের সাধারণ নির্বাচনের মতো শনিবারের নির্বাচনের ভোটের প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ ছিল।

প্রধান বিরোধী প্রার্থী অ্যালবার্ট ওন্ডো ওসা অভিযোগ করেছেন যে অনেক ভোটকেন্দ্রে তার নাম সম্বলিত ব্যালট পেপারের অভাব ছিল। তিনি যে জোটের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে প্রত্যাহার করা কয়েকজনের নাম তখনও ব্যালট পেপারে ছিল।

মিঃ বঙ্গোর আগের দুটি জয় জালিয়াতির মাধ্যমে হয়েছে এবং ওই দুটি নির্বাচন বিতর্কিত বলে দাবি করেছে প্রতিপক্ষরা। এবার নির্বাচনে ভোট গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ আগে ভোটের কাগজপত্রে বিতর্কিত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

২০১৮ সালে, মি. বঙ্গো স্ট্রোক করলে তিনি প্রায় এক বছরের জন্য দূরে সরে যান। এবং তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

পরের বছর, একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের চেষ্টা করায় বিদ্রোহী সেনাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

জোহানেসবার্গে অভিবাসীদের ভবনে আগুন, অন্তত ৭০ জন নিহত

জোহানেসবার্গ (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরে একটি ভবনে বুধবার রাতে আগুন লেগে ৭০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন আরও অনেকে। দমকল কর্মীরা ভবনটিতে ব্যাপক উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচতলা ওই ভবনটি শহরের একটি বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। তবে সেখানে অবৈধ ব্যবস্থাপনায় লোকজন বসবাস করতো। অর্থাৎ বসবাসের জন্য ভবনটি উপযোগী না থাকলেও লোকজন নিজেদের মতো করেই সেখানে বসবাস করতো।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভবনটিতে যারা বসবাস করতো তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল অভিবাসী লোকজন।

ভবনটি শহরের যে এলাকায় সে জায়গাটি 'হাইজ্যাকড' বিল্ডিং এর এলাকা হিসেবে পরিচিত। যেসব ভবনে অবৈধ অভিবাসীরা বসবাস করে সেসব ভবনকে বোঝানোর জন্য স্থানীয়ভাবে 'হাইজ্যাকড বিল্ডিং' কথা ব্যবহার করা হয়। একজন দমকল কর্মী বলেছেন, অনেকেই ভবনটির ভেতরে আটকা পড়ে আছেন এবং ভবনটির ভেতরে এমন করে কিছু অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছে যাতে সহজেই আগুন লাগতে পারে।

ভবনটিতে যারা থাকতেন তাদের অনেকের স্বজনরা বাইরে ভিড় করছেন। এক নারী জানিয়েছেন ভবনটির অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে তার ২৪ বছর বয়সী কন্যা বাস করতেন।

খবর পেয়েই আমি এখানে ছুটে এসেছি। আমি জানিনা আমার মেয়ে বেঁচে আছে কিনা, সাংবাদিকদের বলছিলেন তিনি।

ভবনটিতে অতিরিক্ত মানুষ বাস করতো বলে অন্যরা যে তথ্য দিয়েছে সে প্রসঙ্গে ওই নারী জানান, অবস্থা খুবই বাজে ছিল। বসবাসের উপযোগী জায়গা ছিলো না এটা। সেজন্য তাকে (মেয়েকে) আমি বাড়ি ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলাম। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ ভবনটি ভাড়া বা লিজ নেয়নি সেহেতু এর কোনো রক্ষণাবেক্ষণও হতো না। শহর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলের পাশেই এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ভবনটির মালিকানা তাদেরই।

তারা বলেন, শহরের অপরাধী চক্রগুলো গরীব ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষকে নিজেদের দলে নেয়ার চেষ্টা করে। তারাই এসব ভবন নিয়ন্ত্রণে রেখে বিপজ্জনকভাবে এসব লোকজনকে জড়ো করে। দেশটির এমারজেন্সি সার্ভিসের মুখপাত্র রবার্ট মুলাউদজি বিবিসিকে জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় রাত দেড়টার দিকে ভবনটিতে অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়।

পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরা এসে জোহানেসবার্গ সিটি সেন্টার এলাকার ওই ভবনটি থেকে লোকজনকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে এবং মরদেহগুলো উদ্ধার শুরু করে। অনেককেই জীবিত উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন শহরের নির্বাহী মেয়র কাবেলো গোয়ামান্ডা।

এক্স এ (সাবেক টুইটারে) ইমারজেন্সি সার্ভিসের মুখপাত্রের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে পুরো এলাকা পুলিশ ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে দমকল বাহিনীর যানবাহন ও অ্যাম্বুলেন্স সারিবদ্ধ ভাবে রাখা আছে।

রবার্ট মুলাউদজি স্থানীয় একটি টেলিভিশনে বলেছেন পাঁচ তলা ওই ভবনটি আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিলো কিন্তু

তারপরেও লোকজন সেখানে বসবাস করতো। এখন দমকল কর্মীরা প্রতি ফ্লোরে তল্লাশি চালাচ্ছে। তিনি জানান যে তার গত ২২ বছরের কর্মজীবনে তিনি এমন অবস্থা আরও দেখেননি। তবে ভবনটিতে কেন বা কীভাবে আগুন লাগলো সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। অবশ্য মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে জানিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রতিটি ফ্লোরেই তল্লাশি চালাচ্ছেন এবং সম্ভাব্য প্রতিটি ফ্লোর থেকে মরদেহ উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তারা।

চাল রফতানিতে সিঙ্গাপুরের মতো ঢাকাও কি দিল্লির ছাড় পাবে?

নয়া দিল্লি ঃ ভারত সরকার দেশ থেকে সিদ্ধ চাল রফতানির ওপর গত মাসে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তা থেকে সিঙ্গাপুরকে আচমকা ছাড় দেওয়ার পর একই সুবিধা বাংলাদেশকেও দেওয়া হবে কি না সেই জল্পনা জোরালো হচ্ছে। গত সপ্তাহেই বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী জয়পুরে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে ইতিমধ্যেই এই ছাড় দেওয়ার অনুরোধ করেছেন বলে বিবিসি জানতে পেরেছে। ভারতের শীর্ষ চাল রপ্তানিকারকরাও বিবিসিকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ তাদের জন্য বিরাট একটি বাজার এবং এই নিষেধাজ্ঞা থেকে বাংলাদেশ বা নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশগুলো ছাড় পেলে তারা খুবই খুশি হবেন। ভারতেও পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্কের বিবেচনায় একই ধরনের সুবিধা তাদেরকেও দেওয়া উচিত - বিশেষ করে যেহেতু আর মাসচারেকের মধ্যেও বাংলাদেশে নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল রফতানিকারক দেশ এবং তারা বিশ্বের যে সব দেশে চাল রফতানি করে থাকে তার প্রথম পাঁচটির মধ্যে বাংলাদেশও আছে। রফতানি পরিসংখ্যান বলছে, ভারত থেকে বাসমতী নয়, এমন চাল আমদানির ক্ষেত্রে আফ্রিকার দেশ বেনিন ও সেনেগাল এবং দক্ষিণ এশিয়ার নেপালের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। গত ২০শে জুলাই ভারত বাসমতী নয়, এমন সব ধরনের সাদা চালের রফতানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর বিশ্বব্যাপী খাদ্য বাজারে রীতিমতো অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। জাতিসংঘও ভারতকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছে। ভারত অবশ্য বলছে, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের দাম স্থিতিশীল রাখতেই তাদের বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এদিকে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী বাংলাদেশেও নির্বাচন আসন্ন, সেখানেও চলতি মৌশুমে ফলন তেমন ভাল না হওয়ায় সিদ্ধ চাল আমদানির চাহিদা আছে। এই পটভূমিতে সিঙ্গাপুরের পর একই ধরনের ছাড় বাংলাদেশকেও দেওয়া হয় কি না, দিল্লির সেই সিদ্ধান্তের দিকে পর্যবেক্ষকরা স্বাভাবিক কারণেই নজর রাখছেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার বেশি রাতে এক বিবৃতিতে জানায়, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতের 'অত্যন্ত নিবিড় স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্কে'র কথা বিবেচনায় রেখে ওই দ্বীপরাষ্ট্রটিকে চাল রফতানির নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। মাসদেড়েক আগে ভারত ওই নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর থেকেই সিঙ্গাপুর সরকার তা থেকে ছাড় চাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ভারতের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক' রেখে চলছিল। সেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টাতেই যে অবশেষে ফল মিলেছে, ভারত সরকারের গত রাতের পদক্ষেপেই তা স্পষ্ট। কেন এই পদক্ষেপ, তা ব্যাখ্যা করে দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী আরও জানান, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে, তা ছাড়া দুই দেশের মানুষে মানুষে সংযোগ বা পিপল টু পিপল কনট্যাক্টও খুব শক্তিশালী। পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটির মতো দেশ তাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ভারত থেকে চাল আমদানির ওপর নির্ভরশীল, সিঙ্গাপুরও তার একটি। ভারতের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণও ৩০০০ কোটি ডলারের বেশি। সিঙ্গাপুরে জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রধানত তামিল, তাদের খাদ্যাভ্যাসে সিদ্ধ চালের একটা বড় ভূমিকাও আছে। এই সব ফ্যাক্টর বিবেচনা করেই ভারত সিঙ্গাপুরকে এই বিশেষ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ২০২২ সালে ভারত যখন গম রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তখনও আরব বিশ্বের বন্ধু দেশ মিশরকে তা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। যদিও তখন সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি। এখন সিঙ্গাপুরকে যে সব যুক্তিতে ভারত এই বিশেষ সুবিধা দিয়েছে তার অনেকগুলোই বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য - যে কারণে অনেকে মনে করছেন তাদেরও একই সুবিধা দিলে ভারতের কূটনৈতিক লাভ বই ক্ষতি নেই! জি টোয়েন্টি জোটের বর্তমান চেয়ার ভারত গত সপ্তাহেই জোটভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্যমন্ত্রীদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে। বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিল বাংলাদেশও। ওই সম্মেলনের অবকাশে গত ২৩শে অগাস্ট (বুধবার) ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও তাঁর বাংলাদেশি কাউন্টারপার্ট টিপু মুন্সীর মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। পরে বাংলাদেশ সরকারের জারি করা এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়, ভারত থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের রফতানিকে মসৃণ করার জন্য যাতে একটি 'প্রক্রিয়া' প্রণয়ন করা হয়, টিপু মুন্সী মি গোয়েলের কাছে নেই অনুরোধ জানিয়েছেন। ভারত সম্প্রতি পেঁয়াজ রফতানির ওপর যে বাড়তি চল্লিশ শতাংশ রফতানি শুল্ক বাসিয়েছে, সেটাও প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান তিনি। বস্তুত বাংলাদেশে বিভিন্ন কৃষিপণ্য রফতানির ক্ষেত্রে ভারত যে 'খেয়ালখুশিমতো' নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বা বাড়তি শুল্ক বসিয়ে থাকে, বাংলাদেশ বহুদিন ধরেই তার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। তাঁর বিগত একটি ভারত সফরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যন্ত অনুযোগ করেছিলেন, দুম করে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা বসানোর আগে ভারত যদি আগেভাগে তাদের জানিয়ে সেটা করে তাহলে অনেক সুবিধে হয়। বিবিসি জানতে পেরেছে, জয়পুরের বৈঠকে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী চাল রফতানিতে নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন। বাংলাদেশকে এর আওতার বাইরে রাখা যায় কি না, তিনি সেটি বিবেচনা করতে মি গোয়েলকে অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের সেই অনুরোধে ভারত এখনও যেমন সায় দেয়নি, তেমনি আবার সেটি খারিজও করে দেওয়া হয়নি। এর আগে চলতি অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি দিল্লিতে পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বাংলাদেশের শাসক দল আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের বৈঠকেও এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছিল ভারত। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা এদিন বিবিসিকে বলেন, বাংলাদেশে যেখানে আমরা বছরে প্রায় ১ কোটি টন সিদ্ধ চাল রফতানি করি, সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে পরিমাণটা কিন্তু তার দশ শতাংশও নয়।